

# ইরান-যুক্তরাষ্ট্রের 'ভালো' আলোচনার পরও উত্তেজনা কেন

## আব্বাস নাসির

ওমানে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রথম দফার আলোচনা শেষ হওয়ার পর প্রথমে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি এবং পরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প— দুজনই আলোচনাকে 'ভালো' বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু উপসাগরীয় অঞ্চলের পরিস্থিতি এখনো ধারালো ছুরির ফলার ওপরই দাঁড়িয়ে আছে। ইউএসএস আব্রাহাম লিংকনের নেতৃত্বে একটি মার্কিন এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার স্ট্রাইক গ্রুপ ইরান থেকে এক হাজার কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থান করছে এবং প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আরও অন্তত একটি ক্যারিয়ার গ্রুপ এই অঞ্চলে মোতায়েনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা গেছে। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র তার বহু আব্বাসপথের সামরিক সম্পদও এই অঞ্চলের বিভিন্ন মার্কিন ঘাঁটিতে এনে জড়ো করেছে। এর প্রতিক্রিয়ায় তেহরান জানিয়েছে, এ ধরনের সামরিক শক্তি প্রদর্শন আলোচনার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে না। ইরানের সেনাবাহিনী ও ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কোরের (আইআরজিসি) শীর্ষ কমান্ডাররা স্পষ্ট করে বলেছেন, ইরানের আঙুল এখনো ফ্রিয়ারের ওপর রয়েছে। এ সত্ত্বেও শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে

আলোচনার জন্য প্রস্তাবিত চুক্তির একটি খসড়া প্রকাশ করে আল-জাজিরা। তাদের দাবি অনুযায়ী কাতার, তুরস্ক ও মিসরের মধ্যস্থতাকারীরা খসড়াটিকে উভয় পক্ষের কাছে উপস্থাপন করেছে।

প্রস্তাব অনুযায়ী ইরান তিন বছরের জন্য ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ পুরোপুরি বন্ধ রাখবে; এরপর সমৃদ্ধকরণের মাত্রা ১ দশমিক ৫ শতাংশের নিচে সীমাবদ্ধ করবে। একই সঙ্গে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত সমৃদ্ধ প্রায় ৪৪০ কেজি উচ্চমাত্রার ইউরেনিয়ামের মজুত একটি তৃতীয় দেশে হস্তান্তর করা হবে। আল-জাজিরার প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, প্রস্তাবটিতে ইরানকে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্রম হামলা শুরু না করার অঙ্গীকার করতে হবে এবং আঞ্চলিক মিত্র সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর কাছে অস্ত্র বা প্রযুক্তি হস্তান্তর না করার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। তবে কোনো পক্ষই এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেনি। বিশ্বায়কভাবে খসড়াটিতে এর বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র কী দেবে (বিশেষ করে ধ্বংসাত্মক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়টি), সে সম্পর্কে কিছু উল্লেখ নেই।

ইরান তুরস্ক আলোচনায় বসতে অস্বীকৃতি জানায়, যদিও কাতার, মিসর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব ও পাকিস্তানকেও এ প্রক্রিয়ায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তেহরান এই অবস্থানে অনড় থাকে যে আলোচনা সেখান থেকেই শুরু হতে হবে, যেখানে তা খেমে গিয়েছিল (যখন গত বছরের জুনে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র ইরানের পারমাণবিক ও অন্যান্য স্থাপনায় হামলা চালায়)।



ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি। ছবি : রয়টার্স

আলোচনা চলাকালে যুক্তরাষ্ট্র যে 'স্বাধীন বিশ্বাসে' ইরানি লক্ষ্যবস্তুর হামলা চালিয়েছিল, সেটিই শুধু তেহরানকে ক্ষুব্ধ করেনি; ২০১৫ সালের যৌথ ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা (জেসিপিওএ) নিয়ে অভিজ্ঞতাও ইরানের অবস্থান নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখছে। ওই চুক্তির আওতায় ইরান ৩ দশমিক ৬৭ শতাংশের মধ্যে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ সীমিত রাখতে সম্মত হয়েছিল। সে সময় উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আব্বাস আরাগচি ছিলেন এই চুক্তির প্রধান স্থপতিদের একজন। ওবামা প্রশাসনের সময় পশ্চিমা শক্তিগুলোর সঙ্গে

ইরানের এই চুক্তি সম্পন্ন হয়। কিন্তু সীমিত যে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা হয়েছিল, ট্রাম্প ক্ষমতায় এসে তা প্রত্যাহার করেন। ইসরায়েলের বর্ণবাদী রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ইচ্ছার কাছে নতিস্বীকার করে তিনি একতরফাভাবে চুক্তি ছিঁড়ে ফেলেন এবং 'সর্বোচ্চ চাপ' নীতির আওতায় কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।

পরবর্তী পাঁচ বছরে ইরান ধীরে ধীরে তার প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসে। একপর্যায়ে ইউরেনিয়াম প্রায় অল্প-মান (৬০ শতাংশের বেশি) পর্যন্ত সমৃদ্ধ করতে শুরু করে এবং আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (আইএইএ) পরিদর্শকদের প্রবেশাধিকারও সীমিত করে। সাবেক পেন্টাগন উপদেষ্টা ও বর্তমান পারমাণবিক বিশেষজ্ঞ থিয়োডর পোস্টল বলেন, ইরানকে একটি অঘোষিত পারমাণবিক অস্ত্রধারী রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

ইরান-যুক্তরাষ্ট্র এই আলোচনার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। ইসরায়েলি চাপ সত্ত্বেও সব পক্ষই শান্তিপূর্ণ সমাধান কামনা করছে, যদিও ইসরায়েল যুক্তরাষ্ট্রকে এমন কিছু করতে চাপ দিচ্ছে, যা সে নিজে করতে পারছে না। কারণ, তাদের অতিরিক্ত ও হত্যাপ্রবণ সামরিক যন্ত্র মূলত নিরস্ত্র ফিলিস্তিনিদের হত্যা করতেই বেশি পারদর্শী।

■ আব্বাস নাসির ডন পত্রিকার সাবেক সম্পাদক

ডন থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

# ছয় মাস ধরে কমছে পণ্য রপ্তানি

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছর

গত মাসে অবশ্য হিমায়িত খাদ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটপণ্য, হোম টেক্সটাইল, প্রকৌশল পণ্য ও চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানি বেড়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে পণ্য রপ্তানি বেড়েছিল প্রায় ২৫ শতাংশ। এরপর আর কোনো মাসেই রপ্তানি বাড়েনি। সর্বশেষ জানুয়ারিতে রপ্তানি হয়েছে ৪৪১ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য। এটি এখন পর্যন্ত এ অর্থবছরের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মাসিক রপ্তানি হলেও গত বছরের জানুয়ারির তুলনায় দশমিক ৫০ শতাংশ কম। এ নিয়ে টানা ছয় মাস বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস পণ্য রপ্তানি আয় কমছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) গতকাল সোমবার পণ্য রপ্তানির হালনাগাদ পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা যায়, চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাস জুলাই-জানুয়ারিতে ২৮ দশমিক ৪১ বিলিয়ন বা ২ হাজার ৮৪১ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১ দশমিক ৯৩ শতাংশ কম। গত অর্থবছরের ১২ মাসে মোট রপ্তানি হয়েছিল ৪৮ দশমিক ২৮ বিলিয়ন ডলারের পণ্য।

জানুয়ারি মাসে হিমায়িত খাদ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল, প্রকৌশল পণ্য ও চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানি বেড়েছে। তবে প্রধান পণ্য তৈরি পোশাকসহ

কৃষিপ্রক্রিয়াজাত পণ্যের রপ্তানি কমছে।

এদিকে পণ্য রপ্তানি কমলেও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের আরেক গুরুত্বপূর্ণ উৎস প্রবাসী আয় বেড়েছে। সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে গত জানুয়ারিতে ৩১৭ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় এসেছে, যা ডিসেম্বর মাসে ছিল ৩২২ কোটি ডলার।

ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে সর্বোচ্চ ২ হাজার ২৯৮ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে, যা আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ২ দশমিক ৪৩ শতাংশ কম। শুধু জানুয়ারিতে তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৩৬১ কোটি ডলারের, যা গত বছরের একই মাসের তুলনায় ১ দশমিক ৩৫ শতাংশ কম।

দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রপ্তানি খাত চামড়া। চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে ৭১ কোটি ডলারের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪ দশমিক ৩২ শতাংশ বেশি। জানুয়ারি মাসে পৌনে ১০ কোটি ডলারের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে প্রায় ৬ শতাংশ বেশি।

তৃতীয় বৃহত্তম খাত কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য। সাত মাসে এ খাত থেকে রপ্তানি হয়েছে ৬১ কোটি ডলারের পণ্য, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ১০ শতাংশ কম। জানুয়ারিতে ৭ কোটি ডলারের কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে রপ্তানি কমছে ৬ দশমিক ৬৫ শতাংশ।

চতুর্থ অবস্থানে থাকা পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে সাত মাসে আয় হয়েছে ৪৯ কোটি ডলার, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ১ দশমিক ৯৭ শতাংশ বেশি। জানুয়ারি মাসে সাড়ে ৭ কোটি ডলারের পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এতে হয়েছে প্রবৃদ্ধি ১২ শতাংশ।

পঞ্চম শীর্ষ রপ্তানি খাত হোম টেক্সটাইল আয় করেছে ৫১ কোটি ডলার, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩ দশমিক ২৬ শতাংশ বেশি। জানুয়ারিতে রপ্তানি হয়েছে ৮ কোটি ৭১ লাখ ডলারের হোম টেক্সটাইল পণ্য, প্রবৃদ্ধি ৪ দশমিক ৮৯ শতাংশ।

এ ছাড়া চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে ৩১ কোটি ডলারের চামড়াবিহীন জুতা, ৩০ কোটি ডলারের হিমায়িত খাদ্য, ১৭ কোটি ডলারের প্লাস্টিক পণ্য ও ৩৭ কোটি ডলারের প্রকৌশল পণ্য রপ্তানি হয়েছে।

কোন দেশে কত রপ্তানি

বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির সবচেয়ে বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র। চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে দেশটিতে রপ্তানি হয়েছে ৫২২ কোটি ডলারের পণ্য, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১ দশমিক ৬৪ শতাংশ বেশি।

দ্বিতীয় বৃহৎ বাজার জার্মানিতে সাত মাসে রপ্তানি হয়েছে ২৮৫ কোটি ডলারের পণ্য, যা আগের বছরে ছিল ৩১৮ কোটি ডলার। এ ছাড়া যুক্তরাজ্যে ২৭৮ কোটি ডলার, স্পেনে ২২৫ কোটি ডলার ও নেদারল্যান্ডসে ১৪৫ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে।

জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান বলেন, ভূরাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে তৈরি পোশাকের বৈশ্বিক চাহিদা কমছে। এ ছাড়া জাতীয় নির্বাচনে অস্থিরতা হতে পারে—এমন শঙ্কায় কিছু ক্রেতা প্রতিষ্ঠান তাদের ক্রয়াদেশের একটি অংশ অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছে। নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হলে সেসব ক্রয়াদেশ ফিরবে বলে আশা করা যায়।

# The architecture of power

## Why separation, not fusion, is Bangladesh's next political test

Mahbubur Rahman

In the autumn of 1990, a mass uprising forced the resignation of Hussain Muhammad Ershad. Power shifted because public legitimacy evaporated. Yet what followed was not institutional rebirth. It was the restoration of party dominance under familiar banners. Bangladesh moved from one concentration of authority to another, as if history were less a system learning to regulate itself and more a pendulum swinging between personalities.

For three decades thereafter, electoral victories translated into executive centralization. Party leadership and state leadership fused in one person. The party chair became the gravitational centre of governance. Cabinet, parliament, and bureaucracy revolved around that core. When the leader appeared strong, the state seemed stable. When the leader weakened, the structure trembled.

The rivalry between the Awami League under Sheikh Hasina and the Bangladesh Nationalist Party under the Zia family entrenched this architecture. Both camps conflated symbolic authority with executive control. Victory meant command over institutions. Defeat meant marginalization bordering on erasure.

The result was boycotts, confrontations, politicized administration, and institutional fatigue. Economic planning suffered. Regulatory independence eroded. Democratic credibility thinned.

The 2026 election has rewritten the immediate balance of power. The BNP has secured a decisive parliamentary majority and now commands the next government. The mandate reflects public appetite for change after economic strain and prolonged political concentration.

Yet electoral triumph does not answer the structural question Bangladesh has long avoided. Not merely who governs, but how governance should be organised.

Tarique Rahman's centrality to the BNP's revival is indisputable. During years of repression and exile, he preserved organizational coherence and helped engineer the party's return. The victory is inseparable from that continuity. Removing him from party leadership would be neither realistic nor strategically wise.

The deeper question is whether party leadership must automatically convert into executive government leadership. Bangladesh's history counsels caution. When the same individual embodies the ideological centre of a party and the administrative head of the state, dissent narrows. Cabinet autonomy contracts. Policy risks becoming an extension of personality. Institutional criticism is recast as personal disloyalty. Accountability weakens.

Comparative politics suggests alternatives. In the United Kingdom, four prime ministers served between 2016 and 2022 under the same majority party without systemic collapse. Party continuity coexisted with executive turnover.

Germany formalized role differentiation: A largely ceremonial Federal President and

an executive Federal Chancellor. Stability rests on structure rather than permanence of one individual.

Japan's postwar history reveals decades of single-party dominance with frequent changes in prime ministers. Party durability absorbed internal pressures while executive leadership rotated.

Bangladesh is distinct in history and political culture. Yet the structural lesson is portable. Systems that distinguish symbolic authority from executive responsibility are more adaptable. They reduce political temperature and create space for correction without rupture.

Applied to the present moment, this logic suggests a disciplined course. Retain Tarique Rahman as the strategic nucleus of the party, responsible for ideological direction, organizational renewal, and long-term political strategy. At the same time,



*Political maturity is measured not by how tightly power is held, but by how intelligently it is structured*

nominate a prime minister distinct from him, someone whose legitimacy is anchored in administrative competence and institutional performance.

This does not diminish his influence. It elevates it. As strategic architect rather than daily administrator, he would shape the party's horizon without absorbing the frictions of executive management. The prime minister would govern within constitutional parameters, accountable to parliament and law, not to informal personal hierarchy.

Such differentiation would signal maturation beyond personality fusion. It would reassure domestic constituencies and international partners that governance will be institutional rather than personalised. For an electorate fatigued by concentration and confrontation, it would indicate seriousness about competence and stability.

The economic implications are substantial. Bangladesh's development model depends on export manufacturing, remittances, and macroeconomic stability. Investors assess predictability. Credit evaluations incorporate governance risk. When authority is heavily personalized, policy direction appears contingent on individual survival. Risk premiums rise. Separating party leadership from executive authority introduces institutional reassurance. It signals that policy frameworks are process driven rather than personality dependent.

Administrative benefits follow. A prime minister distinct from the party chair must build authority through cabinet coordination, parliamentary engagement,

and bureaucratic management. That necessity strengthens collective decision-making and clarifies accountability. It reduces the likelihood of parallel informal power centres that distort governance.

Sceptics will warn that such separation could be cosmetic, with real power exercised elsewhere. That danger is genuine. The model succeeds only if role differentiation is operational and transparent. Empowered institutions, clear chains of responsibility, and visible decision-making processes are essential. Without them, separation becomes theatre.

Yet replicating the old fusion model carries heavier risks. Concentrated authority invites concentrated opposition. Governance becomes synonymous with loyalty to one individual. Institutional reform stalls because reform unsettles entrenched networks. Bangladesh has seen the costs of that design.

The electorate today is younger, more connected, and less deferential than in the 1990s. Urbanization and an expanding middle class have altered expectations. Citizens increasingly demand pragmatic solutions over symbolic dominance. A leadership model that distributes authority aligns more closely with these realities.

There is also a geopolitical dimension. Bangladesh navigates complex relationships with regional powers while remaining integrated into global trade networks. Strategic autonomy requires calibrated diplomacy.

An executive leader with technocratic credibility can manage external engagement without every move being filtered through domestic personality narratives. Meanwhile, the party chair can maintain strategic coherence at home.

None of this diminishes Tarique Rahman's importance. It reframes it. By remaining the strategic nucleus rather than assuming the executive helm, he positions himself as builder of durable structures rather than occupant of a transient office. The prime minister would run the state within institutional constraints, strengthening the distinction between party and government.

Political maturity is measured not by how tightly power is held, but by how intelligently it is structured. Having won decisively, the BNP now has an opportunity rarely granted in Bangladeshi politics: To redesign authority at the moment of triumph rather than under duress.

Systems built around individuals can rise quickly and fracture abruptly. Systems built around differentiated roles move more deliberately and endure. The choice before the new government is not between strength and weakness, but between fusion and structure. Power fused commands attention. Power structured commands longevity. ●

Mahbubur Rahman is a strategic communications expert with nearly two decades of experience working across governance reform, public systems, and development programming focused on the intersection of political institutions, economic resilience, and long-term structural reform. Views expressed are the writer's own.

## চলতি অর্থবছরের পণ্য রপ্তানি

২০২৪-২৫	২,৮৯৭	কোটি ডলার
২০২৫-২৬	২,৮৪১	কোটি ডলার
প্রবৃদ্ধি	-১.৯৩	শতাংশ



### শীর্ষ তিন খাতের রপ্তানি

জুলাই-জানুয়ারি, কোটি ডলারে

তৈরি পোশাক	২০২৪-২৫	২,৩৫৫
	২০২৫-২৬	২,২৯৮
প্রবৃদ্ধি		-২.৪৩%

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য	২০২৪-২৫	৬৭
	২০২৫-২৬	৭১
প্রবৃদ্ধি		৫.৭১%

কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য	২০২৪-২৫	৬৭
	২০২৫-২৬	৬১
প্রবৃদ্ধি		-৯.৮৮%

### ছয় মাস ধরে রপ্তানি কমছে

মাস	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	প্রবৃদ্ধি (%)
জুলাই	৩৮২	৪৭৭	২৪.৯০
আগস্ট	৪০৩	৩৯২	-২.৯৩
সেপ্টেম্বর	৩৮০	৩৬৩	-৪.৬১
অক্টোবর	৪১৩	৩৮২	-৭.৪৩
নভেম্বর	৪১২	৩৮৯	-৫.৫৪
ডিসেম্বর	৪৬৩	৩৯৭	-১৪.২৫
জানুয়ারি	৪৪৪	৪৪১	-০.৫০

জুলাই-জানুয়ারি, কোটি ডলারে

সূত্র : ইপিবি

# It's all about efficiency

What is going to happen to the US newspaper industry is what has happened everywhere else that national competition has happened

## THE LAST WORD



TIM WORSTALL

**T**he Washington Post has just fired one third of its journalists. We can, if we wish, look at this as a vile hollowing out of that essential counterparty to democracy, a free press. We can even -- as varied American politicians have been -- demand that as Jeff Bezos, the owner, is vastly rich then he should just keep swallowing the losses and stop complaining.

It's also possible to look at the underlying economics here and suggest that Bezos hasn't fired enough journalists.

I know, this isn't something anyone else is saying, but then none of us who make our living in journalism like to see fewer of us being employed.

The uncomfortable truth is that the underlying economics does, over time, determine everything. American newspapers are a good example of this.

Back in history, newspapers were monopolies. The sheer size of the country, the slowness of the transport system, meant that each really big city had its own paper. Which dominated its hinterland, as far as the lorries could get the one day's printing before it was time to turn around and get back for the next day's. The railway system is for freight, not passengers, so national distribution was impossible.

As local monopolies, the newspapers controlled the revenue from the classified ads, display ads and, of course, the revenues from people buying the paper itself.

Each amounted to about one third of revenues and it was the classifieds that really made the profit. The sale of the newspaper itself really just covered the cost of printing and distributing it.

Then the internet arrives. Facebook and Google make lesser inroads to display advertising. And of course no one is paying for the newspaper any more -- it's all online. The geographic monopolies have been broken because, well, geography doesn't matter on the internet.

The whole business has changed. Sure, there will still be big national newspapers. But they're not monopolies any more. So papers cannot be run on the basis of being monopolies, with huge numbers of unproductive staff just because they can be there. Competition is acting like it always does on former monopolies. Gutting them of the fat and inefficiency that monopoly

allows.

What is going to happen to the US newspaper industry is what has happened everywhere else that national competition has happened. Lean organizations -- like this one you're reading now, or like the UK newspaper industry from a century back when the railways were the national distribution system -- and only 10 or 12 of them too.

*This also isn't a point just about newspapers. When the underlying economics changes, then every organisation that was formerly sitting atop them then those organizations have to change too*

Instead of a monopoly by area, there will be those many fewer competing with each other. The competition demands both the many fewer and the greater efficiency of those that remain.

Now, we can say that this is not desirable. We can insist that we'd prefer it some other way. But because the underlying economics was as it was, is now as it is, that's the way it's going to be.

I've written for the Washington Post, someone I used to work with has just been hired as a columnist there, someone I greatly admire and have copied has been a columnist there for some years. I even used to read the paper religiously when I lived in Washington DC.

But none of those change the basic and important point here. The economics underlying American newspapers have changed. Therefore American newspapers have to change.

This also isn't a point just about newspapers. When the underlying economics changes, then every organisation that was formerly sitting atop them then those organizations have to change too. American newspapers are merely an example of this. ●

Tim Worstall is a senior fellow at the Adam Smith Institute in London.

# যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক 'পুনর্গঠন' চায় ইউরোপ

## মিউনিখে ন্যাটো সম্মেলন

সম্মেলনে ন্যাটোর ইউরোপীয় সদস্যদের প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়ানোর বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে।

এএফপি, মিউনিখ

জার্মানির মিউনিখে অনুষ্ঠিত ন্যাটোর নিরাপত্তা সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইউরোপের সম্পর্ক 'পুনর্গঠন', তথা নতুনভাবে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন ইউরোপের নেতারা। ট্রান্সআটলান্টিক সম্পর্ক নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক মন্তব্যের প্রেক্ষাপটে শীর্ষ নিরাপত্তা সম্মেলনে গত শুক্রবার তাঁরা এ আহ্বান জানান। পাশাপাশি ন্যাটোর ইউরোপীয় সদস্যদের প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়ানোর বিষয়টিও আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে।

গতকাল শনিবারও দ্বিতীয় দিনের মতো এ সম্মেলন অব্যাহত ছিল। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও সম্মেলনে গতকাল অংশ নিয়ে জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মের্ৎসের সঙ্গে ইউক্রেন যুদ্ধ, রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা এবং সামরিক সহায়তা নিয়ে কথা বলেন। তিনি চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ইর সঙ্গেও বৈঠক করেন। চীনা বার্তা সংস্থা জানায়, ওয়াং বলেন, 'সংলাপ সংঘাতের চেয়ে ভালো, সহযোগিতা দ্বন্দ্বের চেয়ে উত্তম'।

জার্মানির মিউনিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক এ সম্মেলনে ৬০টির বেশি দেশের নেতারা অংশ নেন। জার্মানির



ফ্রিডরিখ মের্ৎস



মার্কো রুবিও

চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মের্ৎস 'নতুন ট্রান্সআটলান্টিক অংশীদারত্ব'-এর আহ্বান জানান। মের্ৎস বলেন, 'ন্যাটোর অংশ হওয়া শুধু ইউরোপের নয়, যুক্তরাষ্ট্রেরও প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা। আসুন, আমরা একসঙ্গে ট্রান্সআটলান্টিক আস্থা পুনরুদ্ধার করি।' ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁ বলেন, 'একটি শক্তিশালী ইউরোপ' গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি। মের্ৎস বলেন, 'ন্যাটোর অংশ হওয়া শুধু ইউরোপের নয়, যুক্তরাষ্ট্রেরও প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা। আসুন, আমরা একসঙ্গে ট্রান্সআটলান্টিক আস্থা পুনরুদ্ধার করি।'

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারেরও গতকাল ভাষণ দেওয়ার কথা। তাঁর ভাষণে ইউরোপকে 'ঘুমন্ত দৈত্য' হিসেবে উল্লেখ করে প্রতিরক্ষায় যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরতা কমানোর আহ্বান জানানোর কথা বলে তাঁর দপ্তর জানায়। ন্যাটোর মহাসচিব মার্ক রুতে বলেন, ইউরোপ এখন ন্যাটোর ভেতরে অধিকতর নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং নিজেদের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব বেশি করে নিচ্ছে। 'শক্তিশালী ন্যাটোর ভেতরে শক্তিশালী ইউরোপ মানে ট্রান্সআটলান্টিক বন্ধন আরও দৃঢ় হওয়া,' যোগ করেন তিনি।

# Bangladesh's RMG exports to EU suffer setback

Golam Mowla

Although the European Union's garment market recorded slight growth throughout 2025, a clear setback emerged in December, the final month of the year.

The latest data from the European statistical office Eurostat show that in December 2025, the total value of EU garment imports declined by 2.27% compared to December 2024.

On a full-year basis, the market grew by 2.10%.

However, the December decline indicates that demand weakened toward the end of the year and price pressure intensified.

Market analysts say whether this slowdown is temporary or long-term will depend on trends in European consumer spending.

Bangladesh's garment exports to the European Union fell significantly in December.

## Compared to December 2024, in December 2025:

- Export value declined by 12.05%
- Supply volume declined by 0.61%
- Average unit price declined by 11.50%

The notable point is that although there was no major decline in volume, the drop in prices caused a major hit to total export earnings. This means that while supply remained nearly stable to retain market share, buyers purchased products at lower prices.

Industry insiders say European retailers focus on inventory adjustments in the final quarter of the year. Reduced post-festival sales and consumer spending restraint affected the situation. As a result, price pressure on new orders increased.

According to the latest Eurostat data, from January to December 2025, garment imports into the European Union increased by 2.10% to reach a total of \$90 billion.

This growth was mainly driven by a 13.78% increase in import volume (million kilograms). However, during the same period, the average unit price (euro per kilogram) declined by 10.27%, indicating price pressure in the market.



In this context, Bangladesh's garment exports to the EU also increased. From \$18.32 billion in 2024, exports rose to \$19.41 billion in 2025, representing growth of 5.97%.

Export volume increased by 10.20%, but the average unit price declined by 3.84%.

However, some slowdown appeared toward the end of the year. Compared to December 2024, in December 2025 export value declined by 12.05%, volume by 0.61%, and unit price by 11.50%—indicating a recent downward trend.

Other major exporting countries also recorded overall positive growth. China exported garments worth \$26.58 billion to the EU, an increase of 1.17% compared to the previous year. The country's export volume increased by 11.64%, although unit price declined by 9.38%.

This reflects China's strategic shift toward the European market amid challenges in the US market.

India, Pakistan, and Cambodia also maintained positive growth. Vietnam achieved 9.66% growth, exporting \$4.38 billion, and its unit price increased by 4.51%.

On the other hand, Turkey's exports declined by 10.73% to \$8.34 billion.

In this regard, former BGMEA director Mohiuddin Rubel told Dhaka Tribune: "Overall imports in the EU market have increased, but competition has intensified due to price declines. In Bangladesh's case, although volume increased, actual earnings did not

grow as expected because unit prices declined. The December downward trend is a warning—we must now focus more on higher-value products, skill development, and market diversification."

December data show three clear trends in the European market. First, buyers have adopted a cautious stance instead of placing large orders. Second, price competition has intensified. Third, supplying countries have been forced to offer discounts to retain market share.

As a result, the average unit price has declined rapidly. Although unit prices fell throughout the year, the decline intensified further in December.

China remains the top supplier in the European Union market. In December, it also faced price pressure. Although it continued its strategy of higher volume supply, the average unit price declined. This indicates that China also adjusted prices to retain market share.

Turkey's decline was more pronounced. Its export value fell by double digits. Rising production costs and falling behind in price competition are believed to be the reasons.

Vietnam, on the other hand, managed to show relative stability. India and Pakistan maintained limited growth.

Overall, price pressure was widespread across the European market in December.

## What is the message for Bangladesh?

Bangladesh's garment industry

has long depended on its ability to produce and supply in large volumes. December data show that even if volume remains stable, total earnings can decline rapidly when price pressure increases.

Production costs, especially wages, energy, and raw material prices, are rising. But when average unit prices decline in the international market, industry profit margins shrink. This can affect new investment, technological development, and employment.

Analysts say sustainable growth cannot be achieved by increasing volume alone. Greater focus must be placed on increasing unit prices through value addition, improved design, diversified products, and quality enhancement.

## Outlook ahead

If the December slowdown is temporary, the market may recover in the new year. However, if consumer demand remains weak for a prolonged period, price competition among supplying countries will intensify further. In this situation, Bangladesh faces three major challenges—

- ◆ Ensuring fair prices,
- ◆ Controlling production costs, and
- ◆ Increasing participation in higher-value products.

It is noteworthy that December 2025 data clearly indicate that growth momentum in the European Union garment market has slowed and price pressure has intensified.

The double-digit decline in Bangladesh's export value shows that although market position remains strong, income stability is at risk.

The data were published by Eurostat. Differences in data collection methods among countries may exist, so direct comparison with other sources may not always be possible.

Overall, December figures indicate that the European garment market is now being determined more by price competition than by volume. For Bangladesh, it is now essential to ensure sustainable income through value addition while retaining market share. ●

# ২০২৬ সাল কি আমেরিকার আত্মধ্বংসের বছর

## জোসাচকা ফিশার

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প উত্তর আটলান্টিক অঞ্চলে নতুনভাবে প্রভাব বিস্তার করতে চাইছেন। এটি করতে গিয়ে যদি তাকে ট্রান্স-আটলান্টিক পশ্চিমে নিজের বিদ্যমান প্রভাবকে বলি দিতে হয়, তার জন্যও তিনি প্রস্তুত আছেন।

ট্রাম্প ও তাঁর উপদেষ্টা মনে করছেন, ন্যাটোর মতো ছোটগুলো এখন আমেরিকার জন্য বোঝা। তাঁরা মনে করছেন, সত্যিকারের মহান হওয়ার ক্ষমতা অর্জন করার জন্য 'একলা আমেরিকা' ইচ্ছেই। কিন্তু গত বছরজুড়ে ট্রাম্প প্রশাসন যেসব কাজকরবার করেছে, তা দেখলে বোঝা যায়, তারা আসলে নিজেদের শুধু দুর্বলই করছে।

আমেরিকার নিজেদের দুর্বল করার স্পষ্ট কয়েকটি উদাহরণ তৈরি হয়েছে। এক দেশে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন বিপন্ন করা; দুই, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মতো স্বৈরশাসকদের সঙ্গে নতুনভাবে সম্পর্ক গড়ে তোলা; তিন, শুধুই সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির ওপর নির্ভর করে বিশ্বব্যবস্থা গঠন, যেখানে কোনো নিয়ম বা বহুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠান নেই এবং দীর্ঘদিন ধরে থাকা জোট ও বাণিজ্য সম্পর্ক ধ্বংস করা।

যুক্তরাষ্ট্রকে অন্য দেশ থেকে যে বৈশিষ্ট্য আলাদা করেছে, তা হলো দেশটির গভীর নীতি ও আলোকিত চিন্তাধারার ভিত্তি। দেশটির প্রতিষ্ঠাতারা পশ্চিমা মানবতাবাদ ও যুক্তিসিদ্ধ সংবিধানে বিশ্বাসী ছিলেন।

তাঁদের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলো আমেরিকাকে আধুনিক যুগের অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় সফল করেছে।

মার্কিন সংবিধানের প্রস্তাবনায় লেখা আছে, 'আমরা, জনগণ'। ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দাবির ক্ষেত্রে আগে এ ধরনের ভাষা শুধু রাজারা ব্যবহার করতেন। এখানে তা জনগণের সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এটি তখনকার স্বৈরশাসকদের শাসনের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী চ্যালেঞ্জ।

ইতিহাসজুড়ে আমেরিকা সব সময় ছিল দ্বৈত চরিত্রের। একদিকে এটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, অন্যদিকে আলোকিত গণতন্ত্রের দেশ। দক্ষিণের অধরাজ্য গোড়ার দিকে দাসপ্রথা ছিল। এটি ছিল সংবিধানে ঘোষিত সমতার অধিকার ও স্বাধীনতার সঙ্গে বিরোধপূর্ণ।

কিন্তু তবু আমেরিকা কেবল শক্তির জন্যই মহান হয়নি। এর অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং দুই মহাসাগরের মধ্যে অবস্থান এর বৈশিষ্ট্য ছিল। এ বৈশিষ্ট্য দুটি বিশ্বযুদ্ধ ও শীতল যুদ্ধ তাকে জয় এনে দেওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। তবে দেশটিকে শক্তিশালী করেছে তার ভৌত শক্তি বা বলপ্রয়োগের ক্ষমতা ও আলোকিত নীতির সমন্বয়।

ট্রাম্পের শাসনে সবকিছু নির্ভর করছে নয় শক্তির ওপর। তার সরকার কোনো সীমাবদ্ধতা মানছে না। আমেরিকাকে যা কিছু মহান করেছে, ট্রাম্প টিক তার উল্টোটা করে যাচ্ছেন। এত বড় শক্তিশালী রাষ্ট্র এখন অযৌক্তিকতা, স্বার্থপর জাতীয়তাবাদ ও হিংসার দিকে ধাবিত হচ্ছে।

আমেরিকার স্বাধীনতার আড়াইশতম বার্ষিকী আসতে চলেছে। অথচ বিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো এই গণতন্ত্র এখন এক ব্যক্তির কারণে অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে। তিনি

## PROJECT SYNDICATE

A WORLD OF IDEAS



যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি : রয়টার্স

স্বৈরশাসন প্রবর্তনে বিশ্বাসী। এতে পুরো আমেরিকান প্রজাতন্ত্রের জন্য হুমকি আছে।

দেশে ধনী ও ক্ষমতাদার এমন এক অলিগার্ক গোষ্ঠীর ক্ষমতা বাড়ছে, যারা বিশ্বজয়, দূরগ্রায়ে উপনিবেশ স্থাপন এবং অমরত্ব অর্জনের স্বপ্ন দেখছে।

সংবিধানিকভাবে সুরক্ষিত নাগরিক অধিকার এখন ব্যাপক নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। পুরো দেশ ব্যক্তিগত কোম্পানির মতো প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। যারা প্রতিবাদ করছে বা প্রতিরোধ করছে, তারা ঝুঁকির মুখে পড়ে যাচ্ছে। মুখোশধারী ফেডারেল এজেন্টদের হাতে নিহত হওয়ার আশঙ্কা বাড়ছে। এ ধরনের

মুতু কার্যত কোনো আইনি বিচারের আওতায় আসে না। বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ক্রমেই আর্থিক চাপে পড়ছে। আর মতপ্রকাশের স্বাধীনতা শুধু ক্ষমতাস্বার্থীদের জন্যই বিদ্যমান দেখা যাচ্ছে।

'মুক্তির দেশ' অমরকারীদের কাছে যুক্তরাষ্ট্র এখন সাবেক পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোর মতো মনে হচ্ছে। বিন্দেনীতিতে আমেরিকার সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ সহযোগী দেশগুলো (যেমন ডেনমার্ক) বিপক্ষের মতো আচরণ করছে। তারা তাদের সার্বভৌম তুণ্যে সাম্রাজ্যবাদী দাবির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করছে। ট্রাম্প ও তাঁর মহলের কাছে পুতিনের মতো অঘাসী নেতা সমস্যা নয়। সমস্যা হলো ইউরোপীয়রা, বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এটা অযৌক্তিক মনে হলেও বাস্তব।

শক্তি বিভাজন কার্যকর রাখা, উযুক্ত শ্রমবাজার, বিশ্বের সেরা মেধা আকৃষ্ট করা বিশ্ববিদ্যালয়ব্যবস্থা এবং সহনশীলতা, যুক্তি ও সর্বজনীন অধিকারের ওপর ভিত্তি করে মূল্যবোধ—এসবই দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকাকে মহান করেছে। কিন্তু ট্রাম্প এর সবকিছুকেই ভেঙে ফেলছেন। তাঁর মাগা (মেক আমেরিকা হোট এগেইন) আন্দোলন কেবল ট্রান্স-আটলান্টিক পশ্চিমকে নয়, আমেরিকার শক্তির মূল ভিত্তিকেও ধ্বংস করছে।

চলতি বছর এ ধারাবাহিকতা সম্ভবত অব্যাহত থাকবে। এ ধারা যুক্তরাষ্ট্রের নিজের জন্যই বড় হুমকি।

■ জোসাচকা ফিশার জার্মানির সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আইন চ্যাম্বেলর

স্বত্ব : প্রজেক্ট সিডিকোট, ইংরেজি থেকে অনূদিত

# Let women lead

This election failed women. We must now work to change this

Fariha Hossain

This election opened a real path for democracy in Bangladesh and the energy was visible everywhere. From village tea stalls to city discussions, people talked about policy. They debated leadership and the future. Democracy felt active. It felt grounded in people's daily lives.

Many of us are glad to see elected leaders who speak about inclusion. But the final numbers brought disappointment. Only seven women were elected out of 300 parliamentary seats. This is a very small number and none of us can be fully satisfied with this outcome.

The gap feels sharp because women were highly visible throughout the election. They campaigned. They organized. They monitored polling. They voted in strong numbers. Their participation as citizens was high, yet their presence as elected representatives stayed

low.

This mismatch should trouble anyone who believes in representative democracy. This result is also a broken promise.

The July Charter set a clear benchmark for this transition. It asked political parties to start with at least 5% women candidates in parliamentary nominations. This was meant to represent a political turning point.

Yet, women made up less than 4% of all candidates. Most major parties, including signatories to the charter, failed to meet even this modest 5% target. This was the charter's first credibility test, and the political parties failed it.

Still, disappointment can be a starting point. Today the number is seven. With planning, it can become 70 in the next election. This will not happen by chance. It will only happen if we keep reminding our institutions about this gap. We must stay committed to structural change.

From the reform directions already in

circulation, five concrete promises can directly support women's leadership.

First, we need direct elections for women's reserved seats instead of indirect nomination. Earlier dialogues argued that direct elections give women real voter accountability. It gives them political legitimacy rather than just symbolic presence.

*Most major parties, including signatories to the charter, failed to meet even this modest 5% target*

Second, we need a strict legal requirement for nominations. The voluntary commitments of the July Charter were ignored. We need mandatory rules requiring parties to nominate a minimum percentage of women. Without binding laws, parties often praise empowerment in manifestos but give very few winnable tickets.

Third, we must expand reserved seats and link them to constituencies. Reform discussions have suggested linking women's seats to defined geographic areas. This ensures representatives answer

to voters, not only to party leadership.

Fourth, we need public campaign finance support. Research shows that lack of access to money is a strong barrier. Women often lack the property and informal funding networks that male candidates use to buy influence.

Fifth, we need constitutional backing for equal participation in oversight bodies. Many women MPs sit on committees but have limited influence. Rules should require proportional representation in key committees like finance, law, and public accounts.

The problem is not only national. It is global. Women's equal participation is essential to achieving the Sustainable Development Goals. Yet worldwide, women still hold only about 27% of parliamentary seats. Very few countries have reached parity. At the current pace, equal representation may take decades.

Evidence shows that when women lead, outcomes improve. From local councils in South Asia to municipalities in Europe, women leaders have been linked with stronger delivery in water, childcare, and social protection.

Representation is not only about fairness. It improves decisions.

Bangladesh's own research explains why progress is slow. Patriarchal norms and male-dominated party structures hold women back. As noted during the

recent election analysis, parties often treat financial viability as a prerequisite. This creates a cycle where men dominate because the system is designed around male access to resources.

Can the government fix this alone? No. Government action is necessary, but not sufficient.

Political parties must change how they finance and protect candidates. Their manifesto promises must be tracked. The media and civil society should publish gender scorecards after every election.

Citizens also have power. We can question nomination lists. We can support capable women candidates openly. We can challenge social attitudes that treat politics as a male space. Change in numbers starts with change in culture.

Voter turnout in this election was about 59.44%. That number can grow when people see that democracy truly includes everyone. A healthy democracy is measured not only by turnout. It is measured by who gets to lead.

Democracy grows through pressure. It grows through participation and accountability. The road is open. Now we have to walk it with purpose. ●

Fariha Hossain is a development professional and humanitarian. Her work focuses on social inclusion and women's rights in Bangladesh. She can be reached at [FarihaHossain.du@gmail.com](mailto:FarihaHossain.du@gmail.com).

# India-EU trade deal: a brief review

The European Union (EU) and India is signing free trade agreement that both sides have hailed as 'the mother of all deals'. The agreement came together after over nearly two decades of intermittent negotiations and during a geo-economic crisis triggered by United States President Donald Trump's trade war. The deal between India and the 27-nation EU covers about 2 billion people and represents a combined market of nearly US\$ 27 trillion and about 25 per cent of the global gross domestic product (GDP). It is expected to significantly reduce tariffs for India and the EU as the deal is India's largest and most comprehensive trade agreement and covers goods, services and investments across the EU's customs union.

European Commission President Ursula von der Leyen and European Council President Antonio Costa were in New Delhi as honorary guests for the Indian Republic Day and its annual military parade and was joined by Indian Prime Minister Narendra Modi.

In 2023, the EU withdrew its generalised system of preferences (GSP) for India, exposing its exporters to higher tariffs. The new deal, analysts noted, could give India an edge in several sectors, including textiles, pharmaceuticals, machinery, steel, petroleum products and electrical equipment.

Overall, the EU is giving India access to 144 services subsectors while India is opening 102 subsectors to the EU, including in the financial, maritime and telecommunications industries. Negotiations to reach a trade deal between India and the EU broke down in 2013 over New Delhi's reluctance to open its automobile sector. Under the deal announced on Tuesday last, however, New Delhi will open its domestic automobile market to EU imports, slashing tariffs on most cars from the EU to 30 to 35 per cent, which are to be then phased down to 10 per cent over several years.

**HOW WILL THE DEAL BENEFIT THE EU:** Indian tariffs on 30 per cent of goods imported from the EU will fall to zero immediately. Overall, tariffs on 96.6 per cent of EU goods exports to India will be eliminated or reduced, EU officials said. The deal will save up to 4 billion euros (\$4.74bn) a year in duties on European products.

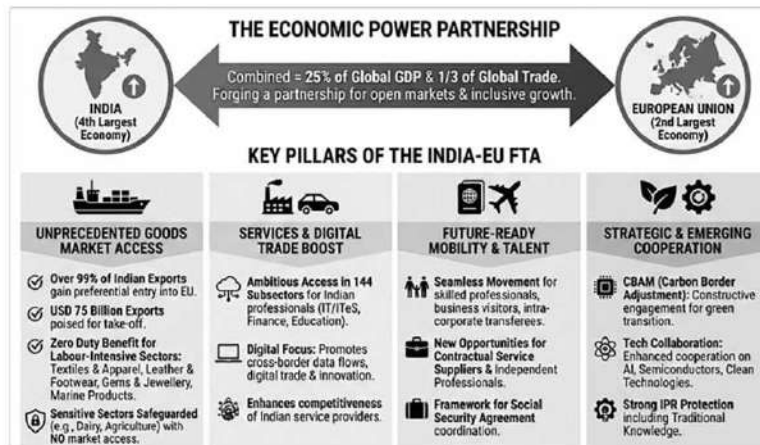
Besides the relaxation of tariffs on car imports from the EU, existing Indian tariffs of up to 44 per cent on machinery, 22 per cent on chemicals and 11 per cent on pharmaceuticals will, for the most part, be eliminated. Tariffs on EU aircraft and spacecraft will also be eliminated for almost all products while those on optical, medical and surgical equipment will be eliminated for 90 per cent of products. Meanwhile, spirits and wines imported to India from the EU, currently tariffed at 150 per cent, will be cut to 20 to 30 per cent for wines, 40 per cent for spirits and 50 per cent for beer. India will also provide improved access for EU firms in financial and maritime services, and both sides will simplify customs rules and provide stronger intellectual property protections.

**HOW WILL THE DEAL BENEFIT INDIA:** The EU will scrap all tariffs on 90 per cent of Indian goods, and within seven years, that will be extended to 93 per cent of Indian goods. Among those benefitting from zero tariffs immediately are marine/seafood products, such as shrimp and frozen fish (currently levied at up to 26 per cent); chemicals (12.8 per cent); plastics and rubber (6.5 per cent); leather and footwear (17 per cent); textiles (12 per cent); apparel (4 per cent); base

*For decades, Indian exports of garments, textiles, leather, and footwear entered the EU facing substantial tariffs. The EU-India FTA dismantles this constraint almost entirely*

writes

**Muhammad Zamir**



Graphic source: [www.drishtias.com](http://www.drishtias.com)

metals (10 per cent); and gems and jewellery (4 per cent). There will be partial tariff cuts and quotas for about 6 per cent of Indian goods, bringing the EU's average tariff rate down from 3.8 per cent to 0.1 per cent. Overall, 99.5 per cent of bilateral trade will benefit from some form of tariff concession. India is still seeking improvements in tariff-free steel export quotas, and the outcome of these talks is due by June 30 before EU rules take effect on July 1. Under the deal as it stands, India would be allowed to export 1.6 million tonnes of steel to the EU duty-free, but this is only about half of what it exports annually at present.

The EU has not granted India an exemption from its carbon border adjustment mechanism (CBAM), which taxes "carbon-intensive" goods - those that require large amounts of energy to produce, such as steel, cement, fertiliser and electricity. Only countries that are associated with the EU, such as Norway, Iceland, Liechtenstein and Switzerland are exempt from these due to their participation in the EU emissions-trading system or related agreements. Countries whose emissions-trading systems are linked directly to the EU's, such as Switzerland, are also exempt.

The US remains the biggest overall trading partner for both India and the EU. However, over the past decade, goods trade between India and the EU has grown substantially, rising from about \$74bn in 2020 to \$136bn in 2024-2025, making the EU India's largest goods trading partner.

India is the EU's ninth largest trading partner, accounting for 2.4 per cent of its total trade, compared with 17.3 per cent for the US and 14.6 per cent for China. From 2019 to 2024, India-EU trade in services also grew with Indian exports rising from \$22.5bn to \$44bn while EU exports increased from about \$17bn to \$34bn. The two mainly traded in business consulting and IT services. Currently, India has a favourable trade surplus with the EU of more than \$15bn as its exports of \$75.85bn outpace imports of \$60.68bn. EU exports are heavy on machinery, transport equipment and chemicals while India mostly exports chemicals, base metals, mineral products and textiles. The two sides hope to increase that to about \$200bn by 2030.

The EU says about 6,000 European companies operate in India while about 1,500 Indian companies have a presence in the EU. **TENSIONS WITH THE US:** Despite Modi having relatively good

relations with the US president, India is one of the most heavily tariffed countries by the US - at 50 per cent on goods - as a result of Trump's trade war. Half of that is punishment for India's continued purchase of Russian crude oil, which White House officials said is financing the Kremlin's war on Ukraine. EU tensions with the Trump administration have been building as well, particularly over Trump's insistence that the US be allowed to buy Greenland, which is a territory of EU member Denmark.

This month, Trump threatened additional tariffs of 10 per cent - rising to 25 per cent in June - against eight European countries that had objected to Trump's demand to buy Greenland. Both Greenland and Denmark have repeatedly stated that the island, which is politically part of Europe but is geographically located in North America, is not for sale. The EU is still subject to up to 15 per cent tariffs by the US under an EU-US trade deal signed last year. Experts said the finalisation of the India-EU trade agreement has been expedited, in part, in response to this pressure from the Trump administration.

The White House has already criticised the agreement. US Treasury Secretary Scott Bessent lashed out at the EU over the pact with New Delhi.

**IMPACT ON BANGLADESH:** With Bangladesh set to graduate from LDC status in November 2026, and its preferential access to the EU market expected to erode after a three-year transition period, the timing of this deal could not be more unsettling. While trade agreements of other countries lie beyond Bangladesh's control, this one demands utmost seriousness in assessing how competitive conditions would reshape in its most important export destination, and what that implies for preparedness, policy priorities, and the sustainability of an export model built largely on preferential margins rather than enduring competitiveness.

For decades, Indian exports of garments, textiles, leather, and footwear entered the EU facing substantial tariffs. The EU-India FTA dismantles this constraint almost entirely. For instance, it would slash duties on footwear from 17 per cent to zero, and apparel and textiles from 9-12 per cent to zero, substantially strengthening India's competitiveness. Moreover, given the safeguard provisions embedded in the EU's Generalised System of Preferences, there is a genuine risk that even if Bangladesh qualifies for GSP+ after graduation, its garment exports could still face full MFN tariffs, fundamentally altering the competitive balance in the EU market. The structure of exports to the EU differs sharply between India and Bangladesh. In 2024, India exported about \$80 billion worth of goods to the EU from a diversified basket dominated by engineering goods, chemicals, minerals, pharmaceuticals, and agricultural products, with textiles and apparel accounting for less than 10 per cent. Bangladesh's exports, by contrast, amounted to about \$21.4 billion in FY25, more than 90 per cent of which came from garments. Such concentration leaves Bangladesh particularly vulnerable to shocks in a single sector, with limited scope to offset losses through diversification.

**Muhammad Zamir, a former Ambassador is an analyst specialised in foreign affairs, right to information and good governance. [muhammadzamir0@gmail.com](mailto:muhammadzamir0@gmail.com)**

## বিনিয়োগের পরিবেশ

## বিকাশমান অর্থনীতিতে সংস্কার

## মামুন রশীদ

গত এক যুগের বেশি সময়ে রাজনীতি ও সমাজে নানা চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ যে অর্থনৈতিকভাবে উল্লেখযোগ্য উন্নতি অর্জন করেছে, তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। দাতা তহবিল ও নিজ তহবিলনির্ভর বড় প্রকল্পে বিনিয়োগ, বৃহৎ মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের প্রবেশ ও বিস্তার, বিন্দু ও উপাদানে সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি, পাঁচ তারকা হোটেল চেইন প্রতিষ্ঠা, সরকারি ও বেসরকারি বিমান সংস্থার বড় উড়োজাহাজ ক্রয়, আলিগে ও সাংহাই-শেনঝেন স্টক এক্সচেঞ্জে ইকুইটি বিনিয়োগ, জাপান টোব্যাকো ইন্টারন্যাশনালের (জেটিআই) স্থানীয় তামাক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান অধিগ্রহণ এবং জ্বালানি, সিমেন্ট, টেলিকম ও টেক্সটাইল খাতে বিদেশি বড় ইকুইটির বিনিয়োগ—সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ মহলে বাংলাদেশকে আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে।

আইএফসি, সিডিসি (বর্তমানে বিআইআই) কিংবা এআইআইবি; যে প্রতিষ্ঠানই হোক না কেন—সবাই বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির উত্থানে আরও বেশি করে যুক্ত হওয়ার আহ্বয় দেখিয়েছে এবং এখনো দেখাচ্ছে, বিশেষ করে অবকাঠামো খাতে, এমনকি মানুষলাকচারিং খাতেও।

এসব বিনিয়োগের বৃহৎ আকারের কারণে বৈশ্বিক এফএমসিজি (ভোগ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য) সম্প্রদায়ের দ্রুত সম্প্রসারণ হওয়া স্থানীয় ভোক্তা বাজারের অংশ হওয়ার আহ্বয়ও স্পষ্ট হয়েছে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কয়েক বছর ধরে ভারতের তুলনায় প্রায় তিন গুণ বেশি হারে) গ্রাহক বায় বেড়েছে, যা বাংলাদেশকে বৈশ্বিক ভোক্তা ব্র্যান্ডগুলোর শীর্ষ নির্বাহীদের কাছে 'এড়িয়ে যাওয়া যাবে না'—এমন একটি অঞ্চলে পরিণত করেছে।

ডিজিটাল ইন্টারফেস ও একীভবনের গতি দ্রুত হয়েছে। কিছু কিছু দেশের প্রধান থাকলেও আন্তর্জাতিক অবকাঠামো নির্মাতারা বাংলাদেশের বড় নির্মাণ ও ইমারত প্রকল্পের চুক্তিতে অংশ নিয়েছে। বহু ক্রসবর্ডার পরিকল্পনার পূর্ণ বাস্তবায়ন হচ্ছে বিদেশি পরামর্শক, প্রকল্প ব্যবস্থাপক ও বিপদন ব্যবস্থাপকদের মাধ্যমে। হেলি অর্জিনানের মর্মান্তিক ঘটনার পর ইউরোপীয় বা উত্তর আমেরিকার ব্যবসায়ীদের আগমন হয়েছে কমেছে, তবে এ অঞ্চলের 'দেখতে একই রকম' বিদেশীদের আসা তাতে বাধাগ্রস্ত হয়নি।

আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রতিবেশী দেশগুলোর মানুষের আসাও থেমে থাকেনি। ভ্রমণসতর্কতা থাকা সত্ত্বেও উন্নয়নকারীদের একটি ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি আমরা দেখতে পেয়েছি, যা বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রকল্পে যুক্ত রয়েছে বা হচ্ছে। আমাদের সমাজে হয়েছে বিশৃঙ্খলা রয়েছে কিংবা বাড়ে, তবে একই সঙ্গে প্রবৃদ্ধিও হচ্ছে। বিভিন্ন খাতে বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ অব্যাহত রেখেছেন, যা নতুন ও বিদ্যমান বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। গ্রাহকের চাহিদা এবং স্থানীয় ভোক্তা বায় বৃদ্ধিই এর প্রধান চালিকা শক্তি।

মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি, ক্ষুদ্রখণ্ডের বিস্তার এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্সপ্রবাহ বৃদ্ধি বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে 'বাংলাদেশের প্রতি আহ্বয়' সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছে। এ ক্ষেত্রে অনেকেই বেসরকারি খাতকে কুতূহল দেখেন—আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী মহলে 'বাংলাদেশের প্রতি আহ্বয়' তৈরির জন্য এবং বিশেষভাবে 'মড ইন বাংলাদেশ'-এর উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধির জন্য। তবে 'বেসরকারি খাতবান্ধব' নীতিকাঠামো এবং এমনকি রাজনীতিবিদদের ভূমিকাকেও কিছু কুতূহল দিতেই হয়।

এখন আসে অনিবার্য প্রশ্ন—এরপর কী? কীভাবে এই প্রবৃদ্ধিকে আরও টেকসই এবং কম বেদনাদায়ক করা

জনপ্রিয় ও শক্তিশালী সরকারই কেবল মসৃণ ও ধারাবাহিক সংস্কার নিশ্চিত করতে পারে। একই সঙ্গে সংসদে শক্তিশালী বিরোধী দল এবং ব্যক্তিগত ও কায়েমি স্বার্থমুক্ত সংসদ সদস্যরাই প্রয়োজনীয় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম

যাবে? যারা আলোচিত বই *হোয়াই নেশনস ফেল* বা কেন রাষ্ট্র ব্যর্থ হয় পড়েছেন, তারা হয়তো এ প্রশ্নের কিছুটা উত্তর পেয়েছেন। ফলাফলকেন্দ্রিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে প্রয়োজন অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ, নিয়মিত সংস্কার, সাধারণ মানুষের স্বার্থে বিনিয়োগ এবং নজরদারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা।

বিনিয়োগ বৃদ্ধি আন্তর্জাতিক সূচকে দেশের অবস্থান উন্নত করতে পারে, তবে তা সাধারণ মানুষের জন্য মসৃণ বা 'অজ্ঞাতারহীন' প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করে না। দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির জন্য সহায়ক নীতি ও কৌশল সংস্কার অপরিহার্য। প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং কিংবা অধ্যাপক ইউনুস বা তাঁর উত্তরসূরি বড় আকারের জিটিজি বা বিটিবি চুক্তি সহজ করতে পারেন, কিন্তু চুক্তি-পরবর্তী বাস্তবায়ন তদারকি তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। এর মধ্যে রয়েছে ভূমি অধিগ্রহণ, লাইসেন্স প্রদান, অফ-টেকার চুক্তি, বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ ও ইকুইটি-প্রবাহ, ক্ষতিপূরণ-কাঠামো, মালিকানা বা যৌথ উদ্যোগসংক্রান্ত আইনি ব্যবস্থা, বিরোধ নিষ্পত্তি, মুনাফা ও লভ্যাংশ প্রেরণ এবং দক্ষ ব্যবস্থাপকের প্রাপ্যতা।

প্রবৃদ্ধির স্থায়িত্ব নিয়ে আলোচনা উঠলে বিশ্লেষণেরা সাধারণত জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, বৈষম্য, সাধারণ

মানুষের স্বার্থরক্ষা এবং মানবসম্পদে বিনিয়োগ—বিশেষ করে মানসম্পন্ন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার দিকে দৃষ্টি দিতে বলেন। একই সঙ্গে মানসম্পন্ন মানবসম্পদ ও কর্মপরিবেশের জন্য পরিবহনব্যবস্থা, কার্যকর রেল ও সড়ক যোগাযোগ এবং দক্ষ সমুদ্র ও নৌবন্দর অপরিহার্য। সরকারি স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রেও একই বাস্তবতা প্রযোজ্য।

সরকারি কর্মকর্তাদের জবাবদিহি, স্বাধীন বিচার বিভাগ, প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ এবং সর্বোপরি প্রবৃদ্ধিবান্ধব নীতি শাসনের মাধ্যমে ধারাবাহিক দক্ষতা অর্জন সম্ভব। প্রায় ৮০ বছরের পুরোনো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রণীত 'ফরেন এন্ডরেঞ্জ রেগুলেশনস অ্যাক্ট' কিংবা ৬০ বছরের পুরোনো ভূমি অধিগ্রহণ বা পরিবহন আইনের কাঠামো দিয়ে সামনে এগোনো যাবে না। সংস্কারের জন্য প্রয়োজন একটি শক্তিশালী ও দূরদর্শী রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যা প্রতিফলিত হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে। জনপ্রিয় ও শক্তিশালী সরকারই কেবল মসৃণ ও ধারাবাহিক সংস্কার নিশ্চিত করতে পারে। একই সঙ্গে সংসদে শক্তিশালী বিরোধী দল এবং ব্যক্তিগত ও কায়েমি স্বার্থমুক্ত সংসদ সদস্যরাই প্রয়োজনীয় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম।

বহু চ্যালেঞ্জের মধ্যেও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণে বাংলাদেশের সক্ষমতা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। তবে এই মনোযোগকে দীর্ঘমেয়াদি অর্জনে রূপ দিতে হলে প্রয়োজন সক্ষমতা নির্মাণ, প্রক্রিয়ার পুনর্নিকাশ এবং নীতি সংস্কারে গভীর ও নিরপেক্ষ পর্যালোচনা। একই সঙ্গে নতুন বাস্তবতায় ধর্ম ও দারিদ্র্য বিমোচনের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দৃশ্যমান উন্নতির বিষয়টিও অবহেলা করা যাবে না।

■ মামুন রশীদ অর্থনীতি বিশ্লেষক

\* মতামত লেখকের নিজস্ব

# How severe is the Chittagong Port deadlock?

Golam Mowla

Chittagong Port, the country's principal gateway handling about 92% of Bangladesh's trade, is mired in disruption. When operations stall at this scale, the impact extends beyond the port to factories, export orders, foreign exchange earnings and ultimately consumers.

Although limited operations resumed after six consecutive days of strike, normalcy has not returned. Protests, administrative actions and countermeasures have deepened uncertainty. Containers are piling up inside and outside the port, ships are queuing at outer anchorage, and discontent among workers is intensifying.

## ORIGINS OF DISPUTE

The crisis began on January 31 over a decision to lease the New Mooring Container Terminal (NCT) to Dubai-based operator DP World. Workers alleged the move was made without meaningful consultation. Tensions escalated after several employees were transferred instead of dialogue being initiated.

An eight-hour daily work stoppage began last Saturday and soon turned into an indefinite strike, effectively halting vessel movement—an unprecedented development in the port's history.

Though the program was suspended for two days on Thursday afternoon, operations took time to restart due to tidal schedules, nighttime navigation limits and the cumulative disruption. Ships stranded at jetties were shifted during high tide Friday morning, and vessels waiting offshore were berthed. Even then, truck queues at terminal gates underscored the backlog.



## CONTAINER CONGESTION, SHIPPING DELAYS

According to port authorities, more than 38,000 TEUs are now stacked in the yards, including over 29,000 full container load (FCL) units tied directly to import-export trade.

Export congestion is acute. About 1,000 TEUs of export containers remain stuck inside the port. Private inland container depots hold 13,000-14,000 export containers, with another 1,500 at private depots and 1,750 awaiting transfer to the Kamalapur Inland Container Depot. Fresh export cargo is arriving, but unresolved backlogs are straining capacity.

The outer anchorage presents the most visible sign of paralysis: fuel and gas tankers, more than 50 container ships and over 100 bulk carriers are waiting. Daily arrivals are complicating berth schedul-

ing. Shipping sources estimate demurrage costs of \$15,000-\$20,000 per vessel per day, pushing cumulative losses into hundreds of crores of taka.

The readymade garments sector faces the heaviest fallout. Several feeder vessels have departed without scheduled export containers, disrupting shipments to Europe and the United States. Khairul Alam Sujan, former director of the Bangladesh Shipping Agents' Association, warned that clearing the backlog of over 14,000 export containers could take two to two-and-a-half months. Beyond financial losses, he said, the disruption risks damaging Bangladesh's trade credibility and eroding buyer confidence.

Production chains are also under strain. More than 800 containers of raw materials belonging to Pran-RFL Group are stuck at the

port. Delays threaten output in plastics, electronics and other industries, while late food shipments risk rejection by foreign buyers. Business leaders describe the situation as a "double shock"—raw materials stalled on one end and finished goods blocked on the other.

## BUSINESSES FRET, POLICY TENSIONS

Importers and exporters in the apparel sector have sought urgent intervention from the Ministry of Shipping to restore normal operations. Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association Acting President Selim Rahman said any disruption at Chittagong Port directly undermines supply chains and export flows. The association cautioned that failure to meet lead times could result in immediate losses and jeopardize future orders, af-

fecting export growth and foreign currency earnings.

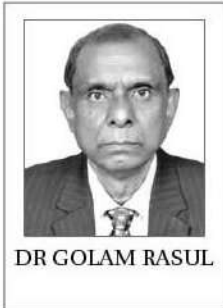
Dhaka Chamber of Commerce and Industry noted that roughly 54,000 containers are stranded, while businesses are incurring additional costs of Tk 10,000-15,000 per container daily. With the port typically handling about 9,000 TEUs per day, prolonged disruption could trigger order cancellations, diversion of cargo to competing countries and price hikes in the domestic market. Ten leading business associations jointly described the port as the "heartbeat" of the economy, warning that even a single day of paralysis causes massive losses.

Amid efforts to defuse the crisis, the port authority has written to the Anti-Corruption Commission seeking asset investigations into 15 employees linked to the protests and requested travel bans. The move has heightened tensions. The Chittagong Port Protection Council views it as a setback to reconciliation and has announced an indefinite strike from 8:00am Sunday, extending to outer anchorage operations.

The council's four-point demand includes cancellation of the NCT lease to DP World, withdrawal of Chairman M Moniruzzaman, reinstatement of transferred or penalized employees, and withdrawal of cases against protesting workers. Coordinator Md Humayun Kabir called on all workers to join the strike, declaring that no activities would continue at outer anchorage.

Analysts say the standoff has moved beyond a labour dispute or administrative decision. It has become a test of Bangladesh's export capacity, foreign exchange stability and international commercial reputation. ●

# Beyond law: The moral crisis of Bangladesh's referendum



DR GOLAM RASUL

The most intense debate surrounding Bangladesh's ongoing referendum centers on the neutrality of the interim government. Civil society groups and constitutional experts argue that by openly endorsing a "Yes" vote, the government has violated the principle of neutrality. The interim administration, however, maintains that campaigning in favor of the referendum is not legally prohibited; politically, they claim the right to take a position, arguing that no legal barrier exists. The Election Commission later clarified that government officials and employees are prohibited from campaigning for either "Yes" or "No," and that such actions would constitute punishable offenses.

Bangladesh's referendum is not only a test of law—it is a test of trust. The problem cannot be reduced to legal interpretation alone. Even if the government maintains formal legal neutrality—meaning state officials refrain from direct campaigning—that does not automatically confer legitimacy on the referendum. Political legitimacy is multidimensional, resting on legal, democratic, and moral foundations. This is the core crisis of Bangladesh's referendum. To understand why neutrality alone is insufficient, the multidimensional nature of legitimacy must first be understood.

Legitimacy in politics is never one dimensional. It rests on three interdependent foundations: legal legitimacy, democratic legitimacy, and moral legitimacy.

Legal legitimacy stabilizes institutions. Max Weber showed that decisions taken according to law and constitutional procedure—such as a bill passed by majority vote in parliament—achieve formal validity. Yet legality does not guarantee justice. Law alone cannot sustain democratic authority.

Democratic legitimacy ensures par-

ticipation and representation. Jürgen Habermas emphasized that decisions gain validity when citizens recognize themselves as authors of collective choices—through competition, deliberation, and consent. Without participation, legality becomes hollow.

Moral legitimacy establishes trust and justice. John Rawls argued that legitimacy reaches completeness only when decisions are fair and protect the rights of society's most vulnerable. Without moral acceptance, authority collapses even if it is lawful and participatory.

Together, these perspectives reveal a simple truth: law stabilizes, democracy legitimizes, morality sustains. Remove any one of these pillars, and the entire edifice of political authority begins to crumble. History shows that legality alone cannot sustain democracy. When any layer of legitimacy erodes—legal, democratic, or moral-political power eventually crumbles.

In the United States, Richard Nixon's 1972 re-election was legally valid, yet the Watergate scandal exposed systemic abuse of power and moral decay. Public trust collapsed, and Nixon was forced to resign.

In India, Indira Gandhi's 1974 victory in Rae Bareilly was procedurally legal, but allegations of electoral manipulation and the subsequent declaration of Emergency destroyed democratic legitimacy, suspending civil liberties and triggering a national crisis of authority.

Bangladesh's own electoral history offers similar lessons. In 2014, the abolition of the caretaker system led to opposition boycotts and the collapse of electoral competition. In 2018, repression, intimidation, and widespread rigging undermined democratic credibility. By 2024, elections were effectively limited to ruling-party candidates, eliminating genuine representation altogether. These experiences demonstrate a consistent pattern: legality without competition, representation, and trust produces authority without legitimacy—a condition that inevitably generates political instability. These cases reveal a universal pattern: when legality becomes detached from participation and justice, authority may persist—but legitimacy collapses.

These same deficiencies now characterize the referendum process itself. The National Consensus Commission included participation from the BNP,

which recorded formal dissent on multiple issues. Yet those dissenting views were excluded from the final July Charter. Left-leaning parties were similarly marginalized. The result is a process that claims consensus while structurally suppressing disagreement.

Representation within the Charter process further exposes this crisis. Of 52 registered political parties, only 25 signed the July Charter. Among its 50 representatives, not a single woman was included, and only one member belonged to a minority community. A process that excludes women and marginalizes minorities cannot credibly claim the moral authority of consensus. Such exclusion undermines the inclusiveness of the process and weakens its moral legitimacy.

The legitimacy crisis is most clearly revealed in the structure of the referendum question itself. Voters are not asked to consider constitutional amendments separately. Instead, the ballot asks:

"Do you consent to the July Charter (Constitution Reform Implementation Order, 2025) and the reforms included in its Schedule 1?"

This forces citizens to accept or reject an entire reform package through a single vote. Schedule 1 is not confined to institutional reform. It explicitly incorporates a fundamental transformation of the state's constitutional identity: the removal of secularism as a foundational principle, its replacement with "religious freedom," and the simultaneous retention of Islam as the state religion.

Citizens are asked to vote on institutional reforms, while a redefinition of the state itself is embedded within the same package. This is the central moral rupture of the referendum. Voters are presented with the language of institutional reform—bicameralism, judicial independence, checks and balances, administrative restructuring—while a profound ideological transformation of the state is embedded within the same package.

Citizens voting on institutional reforms are simultaneously consenting to a redefinition of the state's moral foundation, often without explicit awareness. This violates the principle of informed consent. Consent without clarity is not democratic consent; it is procedural authorization without moral

legitimacy. What appears procedurally valid therefore lacks both democratic substance and ethical legitimacy.

The crisis deepens further with the deliberate removal of the term secularism from public debate, replaced by the more ambiguous concept of religious freedom. This linguistic shift transforms a foundational constitutional principle into administrative language. Yet secularism and religious freedom are not equivalent. Religious freedom can exist only when the state remains neutral toward all faiths. Without neutrality, religious freedom becomes a privilege of the majority, while minority security becomes structurally fragile. Religious freedom without state neutrality becomes freedom for the majority and structural insecurity for minorities.

This referendum is therefore not merely a constitutional reform process; it is a form of moral camouflage—a structural concealment of ideological transformation behind the language of institutional reform. It represents not simply procedural bundling, but a deeper form of democratic deception embedded in decision-making architecture itself. History teaches a consistent lesson: where moral legitimacy collapses silently, political stability does not endure.

In democracy, moral legitimacy is not optional—it is a foundational condition of state sustainability. Bangladesh's referendum exposes a legitimacy crisis with stark clarity. The exclusion of dissenting voices, structurally biased representation, and the deliberate displacement of secularism from the ballot have together produced a deep rupture of public trust. Behind the language of institutional reform, an ideological reconstruction of the state is being pursued without transparent public consent. A referendum without moral legitimacy is not reform; it is democratic rupture.

The consequences of this crisis will not remain confined to politics. It risks straining social cohesion, unsettling economic confidence, and gradually eroding international credibility. Law grants a state formal validity. Morality sustains its endurance. Without public trust, authority cannot last. Without moral legitimacy, democracy cannot survive.

*The writer is a Professor, Department of Economics, International University of Business Agriculture and Technology (IUBAT)*

# ECO-ENGINEERING FOR PEST MANAGEMENT

## Protect crops, preserve nature



**P**est insect infestation in crop fields has now become one of the major challenges in agriculture. If we consider about rice cultivation, problems are mainly classified into two types: biotic (biological) and abiotic (environmental). Biotic problems include various diseases caused by bacteria, fungi, and viruses, such as blast, brown spot, sheath rot, and bacterial leaf blight (BLB). Insect attacks are also a biotic factor and significantly reduce rice yield. Due to insect infestation, rice yield decreases by about 15% in the Boro season, 24% in Aus, and 18% in Aman. On average, considering all three seasons, rice production is reduced by approximately 18% because of insect-related damage.

Hundreds of arthropod species inhabit the rice ecosystem and adopt diverse strategies to complete their life cycles. They function as herbivores, predators, parasites, pollinators, decomposers, and contributors to nutrient cycling. Among them, species that directly feed on rice plants are identified as pests. Scientists of the Entomology Division of the

Bangladesh Rice Research Institute (BRRI) have identified 232 insect pests of rice. Of these, about 20-33 species cause economic damage to rice in Bangladesh. These harmful insects are naturally attacked by various predators and parasitoids, which suppress their abnormal population growth and help maintain ecological balance. Approximately 375 species of predators and parasitoids known as beneficial or "friendly" insects exist in rice fields.

There are different options for pest management. Among these eco-engineering, or ecological engineering is most environment friendly and cost-effective approach. It is an approach that integrates engineering principles with biological technologies to manage insect pests while conserving plants, wildlife, and biodiversity. This method increases food and shelter for beneficial insects and helps maintain ecological balance. In the rice ecosystem, cultivating nectar-producing vegetables, fruits, and flowers on the bunds (field margins) of paddy fields to provide habitat and food for beneficial insects thereby controlling harmful pests is known as eco-engineering. Eco-engineering or ecological engineering is a method that combines engineering technologies with biotechnology to control pests while conserving flora and fauna and protecting biodiversity. As a result, food and shelter for beneficial insects increase, ensuring environmental balance.

In the rice ecosystem, eco-engineering refers to controlling harmful insects by creating habitats and food sources for beneficial insects through the cultivation

of nectar-producing vegetables, fruits, and flowers on rice field bunds. For example, marigold, cosmos, vegetables, pulses, oilseed crops, hyacinth bean, mung bean, sunflower, and similar flowering plants provide shelter and nectar for beneficial insects. Predators and parasitoids of major rice pests—such as brown planthopper, green leafhopper, leaf folder, and stem borer—feed on nectar from these flowers, survive, and suppress pest populations. Consequently, rice can be produced without using toxic insecticides, without any reduction in yield.

Thus, by cultivating flowers on field bunds to enhance natural enemies of pests, rice production without insecticides becomes possible in Bangladesh. This pest management approach through flower cultivation on rice field bunds is known as eco-engineering.

At BRRI, Gazipur, scientists have achieved success in pest control without insecticides using the eco-engineering approach. When colorful, nectar-rich flowers (such as marigold, cosmos, sunflower, sesame, linseed, etc.) are cultivated on rice field bunds, natural enemies of rice pests known as beneficial insect-stake shelter in these plants, feed on nectar, and reproduce rapidly.

Eco-engineering is not only environment friendly but also, it's an opportunity for farmers to get some additional income. It offers farmers additional income from flowers, pulses, and oilseed crops grown on otherwise unused bunds. Excessive insecticide use has reduced beneficial insect populations in

nature. Research further shows that refraining from insecticide application for 30-40 days after transplanting rice seedlings allows beneficial insect populations to increase, keeping pest damage below the economic threshold level.

Rice farmers can cultivate nectar-producing flowers (such as marigold and cosmos) on bunds instead of using insecticides. This will reduce production costs and protect the environment from the harmful effects of pesticides. In addition to nectar-producing flowers, commercial flowers like sunflower can also be used. Moreover, cultivating sesame, climbing beans, and mung bean on bunds can increase crop diversity, conserve beneficial insects, and generate additional income.

As rice is the country's main staple crop, the majority of pesticides are used in rice production. Consequently, the continuous increase in pesticide use poses a serious public health threat to the rice-dependent Bangladeshi population. In this context, reducing the use of pesticides through eco-engineering by the Bangladesh Rice Research Institute represents a major milestone. However, the main challenge to the widespread adoption of this method lies in promoting it at the field level and motivating farmers to refrain from insecticide use. The government should therefore encourage this new innovation and significantly increase research funding in this sector.

*The writer is an agriculturist, agri-journalist & senior communication officer, Bangladesh Rice Research Institute (BRRI)*

# LDCs' key challenges decoded

Though the services sector has become a leading source of growth and employment in the least developed countries (LDCs), it has yet to provide adequate, productive, and formal jobs. Instead, service-centric jobs in these countries are clustered in low-productivity and informal sectors, leading to limited income gains.

These are some of the key findings of the Least Developed Countries Report 2025, released by UN Trade and Development (UNCTAD) last week. The report seeks to answer the central question: 'Are services the new path to structural transformation?' To do so, it explored various aspects of service-related economic activities in LDCs and their impacts on the development journey of these countries.

The United Nations (UN), in its System of National Accounts, defined services as "the result of a production activity that changes the conditions of the consuming units or facilitates the exchange of products or financial assets." Simply put, services are intangible economic activities provided by one party to another. The activity usually involves an act or experience and is consumed at delivery. It cannot be owned, kept, or carried like physical products. Services require human work, knowledge, and engagement to address specific needs. Because services span a wide range of activities across the economy, they are sometimes difficult to define precisely.

The report focuses on five core areas. First, despite the growing role of services, average per capita growth in least developed countries remained weak. The report showed that average per capita growth in LDCs was just one per cent in 2024, leaving them further behind other developing economies.

Second, though services have absorbed a major share of the growing workforce in these countries, earnings remain low. There are 44 LDCs, including Bangladesh, and services account for nearly half of these countries' average gross domestic product (GDP). Nevertheless, agriculture remains the largest employer in LDCs, accounting for around half of total jobs in 2023. Low productivity has limited the potential of the services sector. Labour productivity is the amount of output produced per unit of labour, typically measured as output per worker or per hour worked. The report calculated the median real labour productivity in constant prices using purchasing power parities (PPPs). It showed that productivity in LDCs increased from \$5,430 in 1991 to \$8,579 in 2024, with a compound annual growth rate of 1.4 per cent during the period under review.

Fourth, despite tourism becoming the leading export sector for LDCs and digital delivery services rising, these countries are falling short of potential gains. According to the report, tourism contributed more than 5 per cent of GDP in most LDCs, although high revenues do not automatically translate into jobs or value retention. UNCTAD noted that the dominance of travel and transport in LDC services exports has created structural vulnerabilities. In 2024, travel accounted for 36.9 per cent of exports and transport for 31.7 per cent, but LDCs' combined share of global travel and transport exports was just 1.1 per cent, reflecting limited competitiveness. LDCs' share in the global digitally deliverable services trade was only 0.16 per cent in 2024. These exports are concentrated in a few LDCs led by Bangladesh, Ethiopia, Senegal, Nepal, Cambodia, and Uganda.

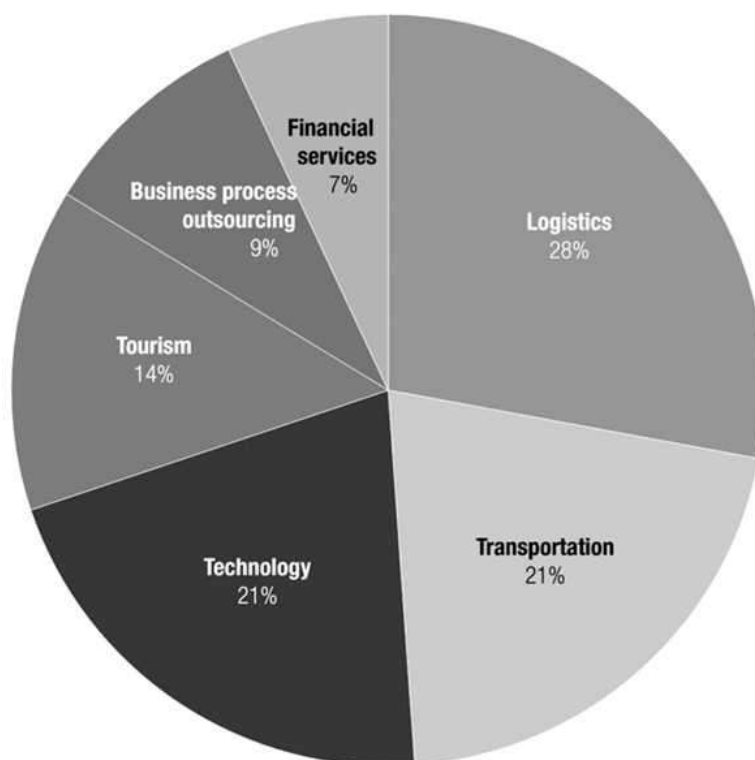
Fifth, weak and inadequate data on the sector continue to limit effective policymaking to tap the prospects of the services trade. Trade in services is generally defined as the exchange of intangible products across borders, which can occur directly or indirectly, and includes services embodied in traded goods or provided through foreign investment in affiliates. Unlike trade in goods, trade in services is complex and sometimes difficult to measure. The share of services in total global exports increased to 22 per cent in 2019-2023, from 18 per cent on average in 2005-2009. It stood at around

*The Least Developed Countries Report 2025 is a timely document to help Bangladesh and other graduating LDCs prepare to cope with post-graduation challenges*

writes  
**Asjadul Kibria**

## Least developed countries prioritize logistics hubs

Rate of adoption of services sector hub frameworks among least developed countries, percentage



Source: UN Trade and Development (UNCTAD) calculations based on publicly available national development plans and strategies.

Note: Transportation refers to the physical movement of goods, while logistics encompasses the broader management of goods and information flows across the supply chain (UNCTAD, 2021a). However, this distinction is often blurred in LDC hub strategies. For the purposes of this chapter, maritime port-linked strategies are referred to as logistics hubs, and dry port or road network strategies as transportation hubs.

24 per cent last year. In line with the global trend, LDCs' services exports grew 13.5 per cent in 2022-2024 on average, according to UNCTAD. In nominal terms, services exports by LDCs reached \$52.1 billion last year, up from \$12.1 billion in 2005. During these two decades, LDCs' combined merchandise exports increased to \$274 billion from \$74 billion. Bangladesh was the top merchandise exporter among the LDCs in 2024, according to the World Trade Organization (WTO). WTO estimates also showed that Ethiopia was the largest exporter of commercial services in 2024, followed by Tanzania and Bangladesh. Trade in commercial services is determined by subtracting government goods and services from total trade in services. The share of government services in total trade in services is quite small. Overall, the UNCTAD publication outlined the challenges facing LDCs and provided policy guidelines to overcome them. For instance, it noted that LDCs are increasingly adopting hub strategies, meaning they are concentrating investment and policy support in specific services or locations. It found that LDC policymakers have prioritised

logistics hubs, followed by transportation and technology hubs. Logistics covers the management of goods and information flows across the supply chain, while transportation refers to the physical movement of goods. The report confined maritime port-linked strategies to logistics hubs and dry port or road network strategies to transportation hubs. The UN agency also cautioned that hub strategies may be costly and deepen debt vulnerabilities. At present, around half of the LDCs are in debt distress. Between 1994 and 2024, only eight countries emerged from the LDC category. Now, four more countries are in the final phase of graduation: Bangladesh, the Lao People's Democratic Republic and Solomon Islands are scheduled for graduation this year; and Solomon Islands is scheduled for graduation next year. As LDC-graduation appears as a critical challenge for these countries, the Least Developed Countries Report 2025 is a timely document to guide these countries to thoroughly examine their services sectors. It will also help them prepare to cope with post-graduation challenges.

# Right time for promoting light engineering industry

The three-day Bangladesh Light Engineering Expo 2026, only the second of its kind, has brought to the fore the sombre fact of the gap between the country's capacity development in this sector and the potential it holds. Even the second such exposition corroborates this unmistakable fact. But here is an engineering sector that boasts 50,000 units employing 300,000, contributing 3.0 per cent to the GDP. According to another source, the number of small and medium enterprises (SMEs) stands at 80,000 with a domestic market of over \$8.2 billion. The sector also earns foreign exchange to the tune of \$795 million and the projected earnings from export are likely to reach \$12.56 billion by 2030.

What is particularly remarkable is the sector's growth without much of a backing by the government policy. Policymakers and political leaderships cry hoarse about diversifying the export basket and they often eulogise the light engineering industry for its potential to be the next frontier of foreign exchange earner after RMG, leather industry and pharmaceuticals. The kind of patronage RMG receives is beyond the reach of any other industry, let alone the light engineering industry. Few small industries can obtain government loans because of collateral.

There is no denying the fact that this country has no dearth of the kind of inventive minds this particular sector demands. Dholai Khal and Jinjira Bazar show how they can produce and supply the exact prototypes of car parts and other consumer goods on a mass scale. If only their talent and skills were used for designing and manufacturing machinery and equipment suitable for local conditions! Some of the contraptions fashioned by a few of the self-made technicians often make screaming headlines. However, words of encouragement by representatives of the administration are eloquent only to prove hollow soon.

A tradition and culture develop only if the techies' inventions are recognised for further improvement and mass usage. After all, light engineering industry is considered the 'mother industry' that supports sectors like agriculture, automobiles and manufacturing. By producing diverse machinery, components and consumer goods it actually provides pace to development. With its products, manufacturing, assembling and repairing turn into a tradition and culture so integral to industrialisation and self-reliance along with developing a capacity for export in all such sectors. Bangladesh's landscape and ecosystem with its enormous demographic size is suitable for light engineering. Large-scale

*The objective ought to be improvement in quality of products within as short a time as possible if the industry has to compete with rivals on international market*

suggests

**Nilratan Halder**



manufacturing is often capital-intensive and is noted for high energy consumption. On both considerations of large investment and requirement for enormous amount of energy on top of the spacious land areas required, Bangladesh is not an ideal place for developing many heavy industries. Small and light engineering industry can absorb unemployed youths at a rate consistent with the yearly emergence of job-seekers provided that they receive proper education in information, communication and technical subjects along with skill training.

This is exactly how the education system in this country must opt for technical orientation for the majority of students instead of turning them unemployed general graduates. Only the highly talented students should be allowed to pursue higher education. Light engineering industry with its domestic demand and export potential can change the production base in such a way that will ultimately help reduce the yawning social divide and disparities in wealth distribution.

If government policy is favourable for developing the light engineering

industry after the model of Chinese industrial village, it will be easier to realise the huge potential of not only this sector but also of other allied sectors. The agriculture sector has started using power tillers, tractors, rice transplanters, seeders, sprayers, combine harvesters and other machines and tools but they are highly expensive. Some of these machines and tools are simple and local SMEs can be encouraged to manufacture parts in different units for an assembling plant to be set up either in the public sector or in public-private collaboration. Similarly, some of the light engineering units may manufacture spare parts for the RMG and other industries in order to enlarge and diversify the production base. In this connection the possibility of producing jute poly bag known as 'Sonali bag' invented by Dr Mubarak Ahmad Khan on a mass scale in medium or large units in collaboration with small units can be explored. The smaller units can produce cellulose from jute fibre and play the role of suppliers of raw and processed materials. Production of Active Pharmaceutical Ingredients (API) may need industrial park as has been set aside in Gazaria,

Munshiganj but no such exclusive location for a cluster of units is needed in case of manufacturing tools, equipment and consumer goods. Such manufacturing enterprises can be developed in rural areas consisting of several villages in a group. Thus the manufacturing base can be decentralised in order to distribute productive activities all across the country. There lies the beauty of distributing social and economic justice to the doorsteps of ordinary citizens and lessening disparities. Experience shows that the country's handicrafts, handloom and many other indigenous production bases including that of brass metal and muslin once flourished following this principle. Happily, the country has recently got a much needed legal instrument called the Light Engineering Industry Development Policy. Much will depend on how it gets implemented at the field level as it is time-bound. The objective ought to be improvement in quality of products within as short a time as possible if the industry has to compete with rivals on international market. Then will the export diversification be possible.

[nilratanhalder2000@yahoo.com](mailto:nilratanhalder2000@yahoo.com)

# দেশে ডিজিটাল লেনদেন করেন ৩৪ শতাংশ মানুষ

## বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন

সম্প্রতি প্রকাশিত এ প্রতিবেদনে মানুষের ব্যাংক হিসাব, ইন্টারনেট ব্যবহার ও ডিজিটাল লেনদেন নিয়ে তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। তবে আনুষ্ঠানিক আর্থিক সেবায় নাগরিকদের অংশগ্রহণ এখনো তুলনামূলকভাবে কম। বিশেষ করে ডিজিটাল লেনদেনে দেশের মানুষ এখনো অনেকটা পিছিয়ে রয়েছেন।

বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ 'গ্লোবাল ফিনডেক্স ডেটাবেজ ২০২৫' প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত এ প্রতিবেদনে মানুষের ব্যাংক হিসাব, মোবাইল ফোনের মালিকানা, ইন্টারনেট ব্যবহার ও ডিজিটাল লেনদেন নিয়ে তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

সাধারণ মানুষ দোকানে বা অনলাইন কেনাকাটায় এমএফএস সেবা এবং ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড দিয়ে অর্থ পরিশোধ করেন; সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন পরিষেবা মাণ্ডল পরিশোধ করেন। এ ছাড়া ব্যক্তিপর্যায়ে অর্থ বিনিময় এবং সরকারি বিভিন্ন বেতন-ভাতা আসে ডিজিটাল এসব মাধ্যমে।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনের তথ্য অনুসারে, দেশে মাত্র ৪৩ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের আনুষ্ঠানিক আর্থিক হিসাব রয়েছে। অর্থাৎ এই মানুষদের কোনো ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা মোবাইলে আর্থিক সেবা (এমএফএস) প্রতিষ্ঠানের হিসাব রয়েছে। আর প্রাপ্তবয়স্ক মানুষদের মাত্র ৩৪ শতাংশ ডিজিটাল লেনদেন করেন।

অন্যদিকে দেশে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর ৮২ শতাংশের হাতে মোবাইল ফোন রয়েছে এবং প্রায় ৪৪ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারের হার মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের কম। আর যে পরিমাণ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন, তাঁদের একটা অংশ আবার ডিজিটাল লেনদেন করছেন না।

ডিজিটাল লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগী বেশির ভাগ দেশের তুলনায় বাংলাদেশ পিছিয়ে রয়েছে। যেমন ভারতে ৮৯ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ব্যাংক হিসাব রয়েছে এবং দেশটির ৪৮ শতাংশ মানুষ ডিজিটাল লেনদেন করেন। আরেক বড় দেশ চীনে ৮৯ শতাংশ মানুষ ডিজিটাল মাধ্যমে লেনদেন করেন। প্রতিযোগী অন্যান্য দেশের মধ্যে থাইল্যান্ডে ৮৩ শতাংশ, মালয়েশিয়ায় ৭৭ শতাংশ, তুরস্কে ৭১ শতাংশ, ভিয়েতনামে ৬২ শতাংশ, শ্রীলঙ্কায় ৪৭ শতাংশ ও ইন্দোনেশিয়ায় ৪৩ শতাংশ মানুষ ডিজিটাল লেনদেন করেন। প্রতিবেশীদের মধ্যে বাংলাদেশের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে নেপাল (২৮ শতাংশ) ও পাকিস্তান (২৫ শতাংশ)।

সঞ্চয় ও ঋণের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ তুলনামূলক পিছিয়ে রয়েছে। দেশের মাত্র ১১ শতাংশ মানুষ আনুষ্ঠানিক মাধ্যমে সঞ্চয় করেন। এ ছাড়া মাত্র ১৩ শতাংশ মানুষ আনুষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করেন।

- ▶ দেশে ৪৩% মানুষের আনুষ্ঠানিক আর্থিক হিসাব রয়েছে।
- ▶ ৮২% মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন।
- ▶ ইন্টারনেট ব্যবহার করেন ৪৪% মানুষ।
- ▶ ডিজিটাল লেনদেনে ভারত, চীন, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়ার তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ।
- ▶ ডিজিটাল পেমেণ্টে নারী ও কম আয়ের মানুষের অংশগ্রহণ কম।

প্রতিযোগী দেশগুলোর মধ্যে চীনের ৬৭ শতাংশ, থাইল্যান্ডের ৫৪ শতাংশ, মালয়েশিয়ার ৫২ শতাংশ, ভিয়েতনামের ৪৫ শতাংশ, ভারতের ২৭ শতাংশ, শ্রীলঙ্কার ২৩ শতাংশ, পাকিস্তানের ১৩ শতাংশ মানুষ আনুষ্ঠানিক মাধ্যমে সঞ্চয় করেন। আর চীনের ৪১ শতাংশ, থাইল্যান্ডের ১৮ শতাংশ, শ্রীলঙ্কার ১৮ শতাংশ, মালয়েশিয়া ও ভারতের ১৫ শতাংশ মানুষ আনুষ্ঠানিক মাধ্যম থেকে ঋণ করেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহারের বিস্তৃত সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ডিজিটাল আর্থিক সেবা আরও সহজলভ্য করা প্রয়োজন। বিশেষ করে গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে ডিজিটাল ব্যাংকিং ও এমএফএস সেবা বাড়ানো উচিত। এর মাধ্যমে দেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো সম্ভব।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে দেখা যায়, নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে ডিজিটাল লেনদেনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। বিশেষ করে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে ডিজিটাল লেনদেনের ব্যবহার অনেক বেড়েছে। যেমন ২০১৪ সালে এ হার ছিল ৩৪ শতাংশ, ২০২৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬২ শতাংশে। তবে এসব দেশে নারী ও কম আয়ের মানুষের মধ্যে ব্যাংক হিসাবধারীর সংখ্যা তুলনামূলক কম। ফলে তাঁদের ডিজিটাল লেনদেনের হারও কম। দক্ষিণ এশিয়ায় ব্যাংক হিসাবধারী নারীদের মাত্র অর্ধেক ডিজিটাল লেনদেন করেন। পুরুষের ক্ষেত্রে এই হার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ।

দক্ষিণ এশিয়া ছাড়া বিশ্বের প্রায় সব অঞ্চলেই ব্যাংক হিসাবধারীদের মধ্যে ডিজিটাল লেনদেনের হার তুলনামূলকভাবে বেশি। দক্ষিণ এশিয়ার মাত্র ৫৭ শতাংশ হিসাবধারী গত এক বছরে ডিজিটাল মাধ্যমে অর্থ লেনদেন করেছেন, যেখানে অন্যান্য অঞ্চলে এই হার ৮০ শতাংশের বেশি।

এ বিষয়ে বিকাশের করপোরেট কমিউনিকেশনস প্রধান শামসুদ্দিন হায়দার ডালিম বলেন, মোবাইলে আর্থিক সেবার কল্যাণে দেশের ডিজিটাল লেনদেন এখন কোটি মানুষের প্রতিদিনের জীবনের অংশ হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিকাশের মতো এমএফএস প্ল্যাটফর্মে চালু হওয়া ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ন্যানো ডিজিটাল লোন ও ডিপিএস সেবাও জনপ্রিয় হতে শুরু করেছে। এই খাতকে আরও সম্প্রসারিত করা সম্ভব। সে লক্ষ্যে সব পক্ষের নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

# Hard tasks lie ahead for the new government

SHAEKH AL TAMAL AND HAJRAT HANIA

The promise of building an inclusive Bangladesh powered by youth aspirations in the aftermath of the uprising has now reached its moment of truth. With the official announcement of the results of the 13th National Parliamentary Election, the BNP is set to form a single-majority government, with Tarique Rahman poised to become Prime Minister. His political return has generated both renewed hope and deep apprehension. The political, economic, and diplomatic arenas now present a rare opportunity for neutral, forward-looking governance. The outgoing interim administration, led by Dr. Yunus, has left behind a number of policy frameworks that could support national progress. Whether the new government builds upon them will be a defining test.

Time magazine has identified five major chal-

require navigating a difficult and uncertain path.

After years of de facto one-party dominance, Bangladesh now has an opportunity to revive genuine multi-party parliamentary politics with a strong opposition. The new government must be prepared to engage dissent democratically, both inside parliament and on the streets. The younger generation demands a modern state-one that enables their dreams rather than obstructs them. Ambitious reforms must therefore be matched with practical solutions to everyday problems. Visible, credible steps are essential to restoring public trust.

Containing inflation and bringing essential commodities within the reach of ordinary citizens must be an immediate priority. Law and order have deteriorated; drug trafficking, extortion, and land grabbing remain pressing concerns. Without ensuring

Breaking market syndicates, stabilizing the currency, and restoring financial transparency are essential for economic recovery. Freedom of speech must remain inviolable. After years of resistance, citizens expect genuine protection of their rights. Media independence is not a luxury; it is a democratic necessity.

Currently, inflation in Bangladesh stands at approximately 8.58 percent, contributing to sharp increases in the prices of food and other essential goods and placing significant pressure on citizens' purchasing power. While inflation remained largely in single digits over the past decade, recent years have seen it rise into the higher single-digit range multiple times, undermining overall economic stability. Unemployment has also increased at a concerning rate. According to the latest survey, 4.63 percent of the population is currently without employment-higher than previous figures and indicative of a sustained upward trend in recent years. The primary drivers of this situation include rising living costs, shrinking job opportunities, political instability, and structural weaknesses within the economy, all of which are narrowing income prospects and constraining livelihoods across the country.

Modernizing education is equally urgent. Technology, vocational skills, and productivity-focused training must be prioritized. Rule of law and education must remain insulated from partisan influence. Enhancing the global standing of the Bangladeshi passport would expand opportunities for citizens abroad. Diplomatic relations must be recalibrated on the basis of national interest, fairness, and regional stability. Sovereignty along the borders must be firmly protected-whether in dealings with India or Myanmar. The Rohingya crisis requires sustained regional and international engagement. Bangladesh's diaspora and diplomatic networks can be leveraged as economic assets.

Justice for the killings, disappearances, and political violence before and during the uprising remains a moral imperative. Ensuring non-discrimination-regardless of ethnicity, religion, gender, or political identity-is central to restoring legitimacy. The objectives of the Safe Roads movement must also be realized. Long-term trade strategies, transparent review of interim agreements, and diversification of export markets are vital for economic dynamism.

Bangladesh is fundamentally agrarian and rural. Reducing inequality in rural development and investing in climate resilience-including large-scale reforestation-are essential for future security. After years of uncertainty, the public seeks stability and the protection of personal freedoms. They expect the government to uphold fundamental human rights not as a slogan, but as a commitment. The new government therefore carries not just power, but a historic responsibility. If it succeeds, Bangladesh can move toward a stable, democratic, and promising future. If it fails, the sacrifices of a long struggle may be called into question. The time has come to translate promise into action.

Shaekh Tamal, is a journalist and Hajrat Hania is a researcher and student, Department of Mass Communication and Journalism, University of Dhaka



*“Containing inflation and bringing essential commodities within the reach of ordinary citizens must be an immediate priority. Law and order have deteriorated; drug trafficking, extortion, and land grabbing remain pressing concerns. Without ensuring public safety, no development indicator carries lasting meaning. Years of hybrid governance have left institutions weakened and politicized. Bureaucratic inefficiency and entrenched corruption have hollowed out administrative capacity. Even the interim government, despite its intent, struggled against structural fragility”*



lenges before the new leadership: healing the nation, fixing the economy, resetting relations with India and the United States, managing rising Islamism, and addressing the question of students and youth. In truth, how these challenges are handled will shape not only the fate of Tarique Rahman and his party, but the trajectory of the country itself. From 2010 to 2024, Bangladesh was categorized as a "hybrid regime" in The Economist's Democracy Index.

After years marked by enforced disappearances, extrajudicial killings, and political vendettas, nearly 50 million young voters have chosen the promise of change. Parliament now reflects that generational shift, with one of the youngest MPs aged just 26 and several others under 30. The sacrifices made during the July uprising-by youth, students, and citizens from all walks of life-have culminated in this moment. Delivering on those aspirations will

public safety, no development indicator carries lasting meaning. Years of hybrid governance have left institutions weakened and politicized. Bureaucratic inefficiency and entrenched corruption have hollowed out administrative capacity. Even the interim government, despite its intent, struggled against structural fragility. Administrative transparency and accountability are now indispensable. The civil service is the heart of the state-if it functions effectively, the entire machinery of governance can be revived.

Implementing the "July Charter" in full is a moral obligation of this government. The political reality achieved through sacrifice and struggle must not be betrayed. Reform is no longer optional; it is the foundation of the nation's future. Likewise, corruption-deeply embedded across institutions-must be confronted decisively. No matter how strong the rhetoric, even minimal corruption can derail reform.

## A critical need for Bangladesh's health workforce



**B**angladesh's health industry has come a long way in the last twenty years. It has added more services, improved health indicators, and trained more experts. But one important part is still not completely developed: a Rehabilitation Council that works and is engaged. The legislative structure for such a council already exists, but it hasn't been able to start working yet, which has produced a regulatory vacuum that impacts rehabilitation-related fields more than others, notably optometry. It is no longer a bureaucratic choice to start the Rehabilitation Council right now; it is a national requirement.

What is the Council for Rehabilitation? The Rehabilitation Council is a government agency in Bangladesh that is in charge of overseeing, regulating, and developing health professions connected to rehabilitation. Its major jobs are to register professionals, accredit educational programs, keep professional standards high, make sure that ethics are followed, and defend the public's interest. Similar councils in many countries are very important for making sure that allied health professionals are qualified, responsible, and respected in the national health system.

The Council in Bangladesh is meant to include a wide range of rehabilitation and allied health professions, such as physiotherapy, occupational therapy, speech and language therapy, audiology, prosthetics and orthotics, medical rehabilitation disciplines, and optometry, among others. These specialists are highly important for full health care, especially when it comes to treating chronic diseases, impairments, injuries, vision problems, and recuperation after surgery.

Bangladesh Needs an Active Council Right Now Even though there are laws in place, the lack of an active Rehabilitation Council has led to a number of systemic problems: There is no professional regulation, thus thousands of reha-

bilitation specialists are now operating without a single national registration system.

This makes it hard to tell the difference between certified practitioners and those who aren't trained or don't have enough training, which puts patient safety at risk. Standards for education and training are not standardised. Without a single governing body, different schools have different curriculum, clinical training hours, and competency criteria.

The Central Role of Optometry in Rehabilitation: Optometry is at a very important crossroads of public health, disability prevention, and quality of life among all rehabilitation-related professions. Vision impairment is still one of the most common public health problems in Bangladesh that may be avoided. Uncorrected refractive errors, binocular vision problems, poor vision, and visual problems caused by systemic disorders have a big effect on children's schooling, adults' productivity, and the independence of older people.

Optometrists do more than just refraction they are also experts in primary eye care and vision rehabilitation. They can do these things: Complete tests of the eyes and vision, Finding and fixing problems with binocular vision, refractive problems, and eye care for kids Helping and testing people with bad eyesight, Practice with contact lenses, like special lenses, Vision therapy and rehabilitation for vision, Referring patients and working with ophthalmologists Even though optometry is very important, it is not very well-known or regulated in Bangladesh.

There are schools that teach optometry, and every year, new optometrists get their degrees. They work in optical offices, hospitals, clinics, and NGOs. But there is no one official group that keeps track of optometrists, sets the limits of their work, makes sure they keep learning, or stops people from using the profession in the wrong way.

Why the Rehabilitation Council is Important for Optometrists Right now: The Rehabilitation Council's activation would make a big difference for optometry professionals in a number of important ways: Legal recognition and a professional identity. If the Council were doing its job, it would officially recognise optometry as a regulated rehabilitation profession. This recognition is essential for professional integrity, mutual respect

among healthcare professionals, and clear job descriptions within the healthcare system.

Licensing and registering: Mandatory registration will help get rid of unqualified practice and make sure that only certified optometrists treat your eyes. This makes patients safer right away and makes the public more trusting. The Council could set basic standards for optometry education, like how the curriculum is organised, what the requirements are for clinical training, what credentials the faculty needs, and how the school gets certified.

This would improve the quality of all optometry graduates in the country.

Many people in Bangladesh are disabled because they can't see, have neurological problems, musculoskeletal problems, speech and hearing problems, or have been hurt.

Rehabilitation specialists are very important for lowering long-term disability, dependence, and medical costs. A well-regulated rehabilitation workforce can: Make it easier to find and help people with disabilities early on, lower the number of disabilities that could have been avoided, make school easier for kids with special needs, support productive ageing and participation in the workforce, and make community-based rehabilitation services stronger.

Getting your eyesight fixed and rehabilitated on time can have a big effect on education, jobs, and traffic safety, all of which are directly related to national development goals.

There is no longer any reason to put off or argue about starting the Rehabilitation Council. It is a very important step toward making Bangladesh's health care system better, keeping people safe, and bringing the country up to world-class standards. An active Council gives optometrists hope for professional growth, ethical behaviour, and making a real difference in the health of the eyes of people in the country.

Bangladesh can no longer afford to ignore rehabilitation. And it can't put off the Rehabilitation Council any longer.

*The writer is Assistant Professor, Management and Science University, Malaysia, and Adjunct, Associate Professor, Ittehad College of Health Sciences, Bangladesh*

# Trade deal with US raises many questions



RASEL AHMED

mere 1 percentage point reduction in tariffs, why would Bangladesh pledge to reduce tariffs to zero on thousands of product lines? The immediate elimination of duties on approximately 4,500 categories of goods, followed by phased reductions on more than 2,000 additional categories, represents an extensive market liberalization. Is this a balanced exchange, or does it reflect asymmetrical bargaining power at the negotiating table?

Bangladesh's revenue structure remains heavily dependent on import duties. If tariffs are reduced to zero on a vast range of products, a significant revenue shortfall is inevitable. How will this deficit be addressed? By increasing value-added tax (VAT)? By raising direct taxes? Or by resorting to borrowing? Ultimately, the burden will fall on ordinary citizens. If political leadership fails to present these calculations transparently before the public, it signals a troubling deficit in policy transparency.

The agricultural dimension is even more sensitive. If the commitment to open the market to U.S. agricultural, dairy, poultry, and other products is fully implemented, Bangladesh's marginal farmers and small-scale producers will face direct competition from an economy characterized by substantial subsidies, advanced technology, and superior productivity. Is the agricultural sector of a developing country prepared for such competition? Could the hard-

won achievements in food self-sufficiency over the past decades be put at risk?

The potential import of genetically modified (GM) seeds and food products has also sparked debate. While there is no global scientific consen-

to procure specific quantities of goods from a particular source, it departs from pure market principles and moves toward strategic dependence. This could narrow future options for alternative energy partnerships or diversified defense cooperation. A country's foreign policy

arrangements without a clear public mandate inevitably generates controversy.

Opposition political forces must also confront their own responsibilities. Those who criticize the agreement today must clarify whether they

subtle but critical distinction between engagement and policy capitulation. If a developing country opens vast segments of its market in exchange for limited tariff concessions while exposing its revenue base, agriculture, and domestic industries to heightened vulnerability—the long-term consequences may include economic strain and political instability. Economic decisions inevitably generate social repercussions.

At this juncture, what is required is not emotive sloganeering but political candor. The government should publish the full text of the agreement, present detailed estimates of potential revenue losses, and outline concrete strategies to safeguard agriculture and domestic industry. At the same time, opposition parties must propose credible alternatives—demonstrating how expanded access to the U.S. market can be achieved while preserving domestic economic resilience.

A nation's economic policy is not the property of any individual or single administration; it is an inheritance of future generations. Whatever the ultimate decision regarding the Reciprocal Trade Agreement, it must be guided by national interest rather than short-term political expediency. Otherwise, history may pose a difficult question: In pursuit of limited gains, did we compromise our long-term policy autonomy?

*The writer is a journalist*

» *"Perhaps most concerning is the lack of transparency. The rapid signing of such a consequential agreement without full public disclosure of its terms runs counter to democratic accountability. Long-term economic commitments, undertaken without parliamentary debate, expert review, and public consultation, rest on politically fragile foundations"*

sons on all aspects of GM technology, the pertinent question remains: how prepared are Bangladesh's biosafety frameworks, research capacity, and regulatory institutions? If seed ownership becomes tied to multinational patent regimes, to what extent will farmers retain autonomy? Agricultural policy is not merely about production; it is also about sovereignty.

Another widely discussed aspect of the agreement concerns long-term procurement commitments—ranging from energy and agricultural commodities to aircraft purchases. When a trade agreement creates obligations

rests upon balanced, multi-dimensional engagement. Overdependence in one direction risks undermining that balance.

Perhaps most concerning is the lack of transparency. The rapid signing of such a consequential agreement without full public disclosure of its terms runs counter to democratic accountability. Long-term economic commitments, undertaken without parliamentary debate, expert review, and public consultation, rest on politically fragile foundations. Any government particularly one operating on the eve of an election must recognize that entering into such

would seek to review or renegotiate it if in power. If the agreement includes termination clauses, withdrawal may be legally possible with due notice; under international law, including the Vienna Convention framework, challenges could also be contemplated. In practice, however, the risks of international arbitration, compensation claims, and diplomatic pressure are significant. Political rhetoric alone is insufficient. Parties must articulate coherent and realistic policy positions.

Participation in the global trading system is essential; there is little disagreement on that point. Yet there is a

On the eve of a national election, the signing of a Reciprocal Trade Agreement (RTA) with the United States is not merely a commercial arrangement; it raises fundamental questions about the political use of state power, policy priorities, and the country's long-term economic direction. When an interim or limited-mandate government commits to an agreement capable of reshaping the nation's revenue structure, agricultural policy, trade balance, and geopolitical positioning, the decision transcends economics. It becomes a test of political prudence, legitimacy, and accountability.

According to the government, the agreement will expand Bangladesh's export potential, particularly in the ready-made garment sector in the U.S. market. However, publicly available information indicates that the retaliatory tariff imposed by the United States would decrease from 20 percent to 19 percent. The critical question is this: in exchange for a